জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

২০ বছরের কারাদণ্ড

নদিয়ার কৃষ্ণনগরে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ৭ জনের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় আদালতের। সেইসঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। ঘটনার ৭ মাসের মধ্যে সাজা ঘোষণা

উত্তরে ভারী বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে জারি ভারী বর্ষণের সতর্কতা। দক্ষিণের জেলাতেও চলবে বৃষ্টি। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকতে থাকায় বাংলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে

পাটনায় ভোটাধিকার যাত্রায় যাবেন ললিতেশ ও ইউসুফ

গুণমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না ১৫১টি ওষুধ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৭ ● ৩০ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১৩ ভাদ্র ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 97 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 30 AUGUST, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ যুগান্তকারী

বাংলা-মামলায় বিপাকে কেন্দ্র সাতদিনে হলফনামার নির্দেশ

প্রতিবেদন : পরিযায়ী মামলা নিয়ে শুক্রবার আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার। একটি জনস্বার্থ মামলার পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট কথা, একটি নির্দিষ্ট ভাষা বলার জন্য কাউকে বিদেশি বলা যায় না। দেশের শীর্ষ আদালতের এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

কলকাতা হাইকোর্ট মামলার শুনানিতে রাজি না হওয়ায় শীর্ষ আদালতে অভিযোগ করা হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের করা মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ

বলেন, কেন্দ্রের এই অন্যায় এবং বেআইনি পদক্ষেপের কারণে দেশ জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কী করে একজন নাগরিককে কেন্দ্রের সরকার জোর করে অন্যদেশে পাঠিয়ে দিতে পারে? ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল? তিনি কি বিদেশি বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন? প্রশান্তর প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারেনি কেন্দ্র। ইউরোপের প্রসঙ্গ টানতে গেলেই বিচারপতি থামিয়ে দিয়ে বলেন, এটা কী হচ্ছে? যা বলা হচ্ছে তা কি সত্য? এবারেও কেন্দ্রের আইনজীবী নিশ্চুপ থাকায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ কেন্দ্রকে বলেন, সাতদিনের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট জমা দিন। একইসঙ্গে বীরভূমে পরিযায়ী শ্রমিক সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পাঠানোর মামলাটিকেও হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে স্বভাবতই খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মাননীয় সুপ্রিম (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পাহাড় ও নদী

পাহাড় আমার মনের দরজা
সবুজ আমার প্রাণ
আঁকাবাঁকা পথ আমার সরণী
বাতাস ভাঙায় মান।

খেয়ায় মোর নদীর স্রোত
তিথিতে তরণী ধরণী
পদ্মপাতায় আলোর মশাল
শুকতারা মোর জননী।

চিত্রলিপি মোর অঙ্কলিপি
অলঙ্কিত মন-বীথিকা
উলট-পালট চাঁদের হাসি
নদীর কোলাহল গীতিকা।

তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে তটিনী প্লাবিত
জ্যোৎস্না প্রদীপের সলতে
মহানন্দা-তিস্তা-তোরসা
আর রঙ্গিত ভালোলাগার কোলেতে।

ভাবনা চেতনার জোছনা স্থলে
সারি সারি বক যাচ্ছে উড়ে
পাহাড়ে নদীতে গা ভাসিয়ে
জীবন দেশ যাচ্ছে ভরে।।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান সাফল্যের শিখরে

২৬ দিনেই ১ কোটি

প্রতিবেদন : শুরুতেই সাফল্যের শিখরে। ব্যাপক সাড়া 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এ। ২৬ দিনেই এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন ১ কোটির বেশি মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের এই সাফল্যের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এই সাফল্যের জন্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। এক্স-এ ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলার প্রতিটি মানুষকে, যাঁরা আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প মানেই বিপুল সাফল্য। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি ঘোষণার পর কেটেছে মাত্র ২৬ দিন। এই ২৬ দিনেই মানুষ যোগদান প্রকল্পের সাফল্যকে শীর্ষে তুলে ধরেছে। শুক্রবার সেই সাফল্যের কথাই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিও-সহ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মাত্র ২৬ দিনে বাংলার ১ কোটিরও বেশি মানুষ রাজ্য জুড়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে এসেছেন। ১৪ হাজার ৫০০টিরও বেশি শিবিরে যোগ দিয়ে তাঁদের এলাকার সমস্যার নিরসনের লক্ষ্যে উন্নয়ন (এরপর ১২ পাতায়)

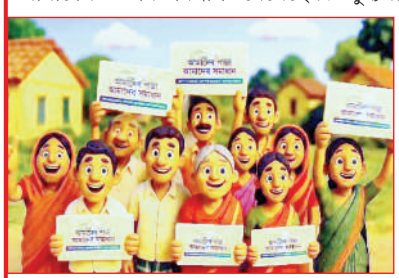

কলকাতায় এবার গ্রিন বাজি হাব

৬টি জেলায় ৬টি ক্লাস্টারের জমি চিহ্নিত

প্রতিবেদন : কলকাতায় এবার গ্রিন বাজি হাব গড়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, ছ'টি জেলায় ছ'টি বাজি ক্লাস্টার তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দু'টি গ্রহণ করা হয়। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, চিহ্নিত ওই সব জমিতে বাজি ক্লাস্টার গড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডিজিপি, সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। ছিলেন সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি দল।

মুখ্যমন্ত্রী আগেই গ্রিন বাজি ক্লাস্টার তৈরির উদ্যোগ নেন। নানা প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে প্রক্রিয়াটি আটকে ছিল। অবশেষে সেই সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ল। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদে গড়ে উঠবে ছ'টি ক্লাস্টার। বাজি ক্লাস্টারগুলির জন্য প্রাথমিকভাবে বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নতুন বাজি হাব হবে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে। এখানে ৩০-৩৫টি (এরপর ৬ পাতায়)

ভোটাধিকার কাড়ার অপচেষ্টা রুখব

সর্বদলে কড়া বার্তা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : রেফারি যদি নিরপেক্ষ না হয়, খেলা হয় না। নির্বাচন কমিশনের কাছে স্পষ্ট জানিয়ে এল তৃণমূল। শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সর্বদল বৈঠকে তৃণমূলের সাফ কথা, এসআইআরের নামে কারও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। আসন্ন বিধানসভা ভোটে বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সর্বদল বৈঠকে সরব হল তৃণমূল। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায় ও পার্থ ভৌমিক। তাঁদের অভিযোগ, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা হচ্ছে এবং (এরপর ৬ পাতায়)

সর্বদল শেষে সাংবাদিক বৈঠক। শুক্রবার।

গ্রুপ সি ও ডি-র ৮.৫ হাজার পদে নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি

প্রতিবেদন : সাড়ে আট হাজার শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। শুক্রবার কমিশন গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র শূন্যপদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে শূন্যপদ সংখ্যা, আবেদন প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য।

এসএসসি-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গ্রুপ সি-র জন্য শূন্যপদ ২,৯৮৯ এবং গ্রুপ ডি-র জন্য ৫,৪৮৮। এই শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদন চাওয়া হয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০২৫-এর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৫টা (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
30 August, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৮ নেহরু-রিপোর্ট পেশ হল। যে সর্বদলীয় কমিটি এই রিপোর্ট তৈরি করে সেটির সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু আর জওহরলাল ছিলেন সেই কমিটির সম্পাদক। এই রিপোর্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়। গান্ধীজি অবশ্য এই রিপোর্ট নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল 'খুব তাড়াহুড়ো করে এবং বিশেষ ভাবনাচিন্তা না করেই এই রিপোর্ট রচিত ও গৃহীত হয়েছে'।

১৮৬৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮) এদিন প্রয়াত হন। উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। হিন্দু কলেজ, স্কুল সোসাইটি, বেনেভোলেন্ট সোসাইটি প্রভৃতি তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শ পেত। জমিদার সভা ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাঙালির নিজস্ব নাট্যশালা হিন্দু থিয়েটারেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর বহু দানের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৭ তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) এদিন মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় কবিতা, উপন্যাস লিখতেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ ইউরোপে ছিলেন। পড়াশোনা ফ্রান্সে নিসের এক পাঁসিয়ঁনাতে এবং কেম্ব্রিজে। কলকাতায় ফিরে সংস্কৃত শিক্ষায় মন দেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অ্যানসিয়েন্ট ব্যালাডস অ্যান্ড লিজেন্ড অফ হিন্দুস্থান', উপন্যাস 'বিনাকা'।

১৯৭৬ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৭৬) প্রয়াত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। অনুশীলন সমিতির অবিসংবাদী নেতা ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বাঘাযতীন, অরবিন্দ ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। যুগান্তর পার্টির কর্ণধার হিসেবে তিনি ইস্তাহার প্রচার করে বিপ্লবী সংগঠন তুলে দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের কংগ্রেসের মাধ্যমে গণআন্দোলনে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৫১ সুরজিৎ সেনগুপ্ত (১৯৫১-২০২২) জন্মগ্রহণ করেন। ফুটবল খেলোয়াড়। কলকাতার তিন প্রধানের হয়ে খেলেছেন, এশিয়ান গেমসে ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন।

১৯১৮ লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) ওপর হামলা চালান ফ্যানি কাপলান নামে এক মহিলা। তাঁর মনে হয়েছিল, লেনিন রুশ বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। লেনিনকে লক্ষ্য করে তিনটে গুলি চলে। একটি লেনিনের কোট ভেদ করে চলে যায়, একটি তাঁর কণ্ঠায় বসে যায়, আর একটি গেঁথে যায় তাঁর বাঁ কাঁধে। অপারেশন করে পরে গুলিগুলো বের করতে হয়। কাপলান তাঁর অপরাধ স্বীকার করলে ঘটনার তিনদিন পর তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯৬৩ হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিনের মধ্যে চালু হল হট লাইন। সাধারণভাবে এই হট লাইনকে 'রেড টেলিফোন' বলা হয়। কিন্তু মজার কথা হল, বিশ্বের দুটি মহা শক্তিধর দেশের শীর্ষকর্তাদের মধ্যে এহেন সরাসরি সংযোগে কোনও লাল রঙের ফোন ব্যবহৃত হওয়া তো দূরের কথা, কোনও ফোনই ব্যবহার করা হয় না। প্রথম দিকে ব্যবহার করা হত টেলিপ্রিন্টারের মতো যন্ত্র, পরে ১৯৮৬ থেকে ব্যবহার করা হয় ফ্যাক্স মেশিন, আরও পরে ২০০৮ থেকে সেই জায়গা নিয়েছে ই-মেল।

১৯৮১ ড. নীহাররঞ্জন রায়ের (১৯০৩-১৯৮১) প্রয়াণদিবস। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ঐতিহাসিক ও শিল্প বিষয়ে গবেষণা ও নানা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণও করেন। তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থকে পুরস্কার দিয়েই ১৯৫০-এ রবীন্দ্র পুরস্কারের সূচনা হয়। পরে নীহাররঞ্জন জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার কমিটির সদস্য ও সভাপতি হয়েছিলেন।

১৭৯৭ মেরি শেলি (১৭৯৭-১৮৫১) এদিন লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী পার্সি বাইশি শেলি ছিলেন রোমান্টিক ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে এক যুগন্ধর কবি। ১৯১৮-তে মেরির লেখা 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' উপন্যাস প্রকাশিত হলে তা চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটিকে প্রথম কল্পবিজ্ঞানের কাহিনির মর্যাদা দেওয়া হয়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতির মধ্যে আছে 'মাথিল্ডা', 'দ্য লাস্ট ম্যান', 'ফকনার' ইত্যাদি।

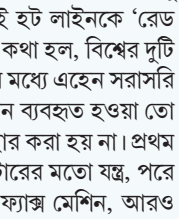

পার্টির কর্মসূচি

বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচন কমিটির বৈঠক অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সদর দফতরে। রয়েছেন সাংসদ সুস্মিতা দেব-সহ বিটিআর-এর শীর্ষ কর্তারা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৯

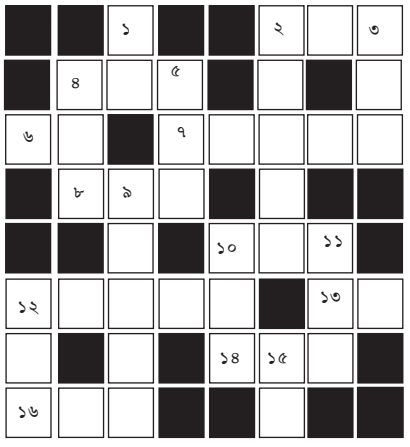

পাশাপাশি : ২. বজ্র ৪. সরু কাঠি ৬. অনুভূতি, বোধ ৭. যে নকশা বানায় ৮. আমি তখন ছিলেম— গহন ঘুমের ঘোরে ১০. কথার বাধ্য ১২. আলসে ১৩. প্রকার, রকম ১৪. একপ্রকার রেশমি কাপড় ১৬. আদ্যা।

উপর-নিচ : ১. আবিল, অস্বচ্ছ ২. চোখের অস্ত্রোপচার ৩. চমৎকার, উৎকৃষ্ট ৪. লজ্জা ৫. বন, অরণ্য ৯. শীতের পোশাক ১০. বাজায়, বাজাচ্ছে ১১. জরাগ্রস্ত ১২. জানাশোনা, পরিচয় ১৫. — কাজে যার হুঁশ, তারে কয় মানুষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৮ : পাশাপাশি : ১. এক-পা দু-পা ৪. আন্দাজ ৫. গলাগলি ৬. অধিরাজ ৮. নয়তো ৯. বন্দনাগীতি। **উপর-নিচ :** ১. এজমালি ২. পাহাড় ৩. পারসেন্টেজ ৫. গল্পগুজব ৬. অগুনতি ৭. ফেলনা।

২৯ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০২৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৩১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৮৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৮৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২২	৮৭.৫৯
ইউরো	১০৪.৩০	১০২.০৮
পাউন্ড	১২০.৪১	১১৭.৮১

নজরকাড়া ইনস্টা

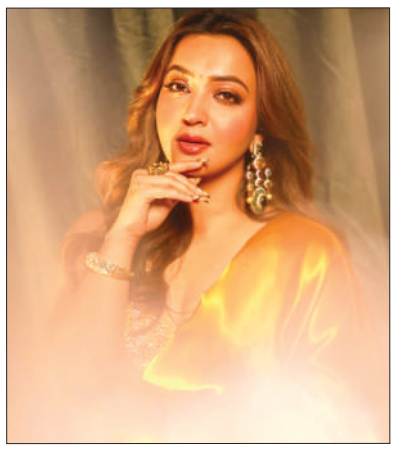

■ কৌশানী

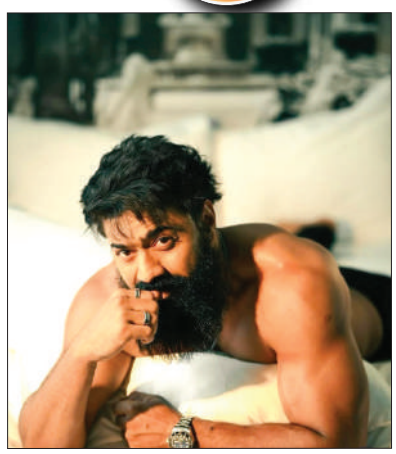

■ দেব

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতার লেদার কমপ্লেক্সে কারখানা থেকে উদ্ধার এক মহিলা শ্রমিকের রক্তাক্ত দেহ। নিহত মহিলার নাম বিলকিস বিবি (৩৯)। তদন্তে নেমে নিহতের স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আমার শহর

30 August, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩০ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

বাংলার ২ শিক্ষকের জাতীয় সম্মান, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

সুকান্ত কোনার

ইন্দ্রনীল মুখার্জি

প্রতিবেদন : বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। জাতীয় শিক্ষকের সম্মান পেলেন বাংলার দুই শিক্ষক সুকান্ত কোনার ও ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। সম্মান প্রাপ্তির ঘোষণা হতেই শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরস্কারপ্রাপ্ত দু'জনেই দুর্গাপুরের সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক। দেশের মোট ১৬ জন পুরস্কারপ্রাকের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার এই দুই শিক্ষক। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, গর্বের সাথে জানাচ্ছি যে দুর্গাপুরের সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আমাদের দুই প্রশিক্ষক শ্রীসুকান্ত কোনার এবং শ্রীইন্দ্রনীল মুখার্জি ভারত জুড়ে ১৬ জন পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৫' পেয়েছেন। এই সম্মাননা রাজ্য সরকারের একটি বিশ্বমানের কারিগরি শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ-চক্র গড়ে তোলার প্রতি নিবেদনের প্রতিফলন এবং পুনর্ব্যক্ত, যা যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা নিশ্চিত করেছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের, তাঁদের পরিবার এবং রাজ্যের সমগ্র কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা-চক্রকে অভিনন্দন!

বাংলা ভাষার অপমান মানব না

কবি নজরুলের প্রয়াণদিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলা ভাষার অপমান আমরা মেনে নেব না। ২৯ অগাস্ট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণদিবসে এক্স হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফের একবার বাংলার অপমানের প্রতিবাদে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, বল বীর, চির উন্নত মম শির! কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণদিবসে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর মৃত্যুদিনে আমাদের অঙ্গীকার, রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলা ভাষার অপমান আমরা কিছুতেই মানব না। এর প্রতিকারের জন্য যা যা করার দরকার, আমরা করব।

এদিন এক্সে মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের হৃদয়ে আছেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে আমরাই বহন করে চলেছি। তাঁর জীবন, আদর্শ ও কর্মকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও ভালভাবে তুলে ধরতে আমাদের সরকার অনেক কিছু করেছে। তাঁর জন্মস্থান আসানসোলের কাছেই আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অণ্ডালের গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরটির নামকরণ করেছি কাজী নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গড়ে তোলা হয়েছে 'নজরুল তীর্থ' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি'। এই আকাদেমি থেকে আমরা নিয়মিত কবির ওপর গবেষণামূলক বই প্রকাশ করছি। কলকাতায় একাধিক মেট্রো স্টেশনেও আমরা তাঁর নাম জড়িয়ে নিয়েছি।

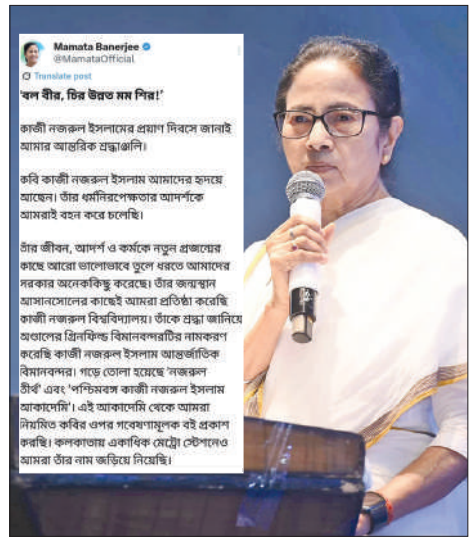

জেলা বৈঠকে জনসংযোগ বৃদ্ধির নির্দেশ অভিষেকের

প্রতিবেদন : পূর্ব বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সারলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য বৈঠকগুলির মতো এই বৈঠকেও একাধিক সাংগঠনিক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। বিশেষ করে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে বিধায়কদের কাছে অভিষেকের বার্তা, লোকসভার চেয়ে বিধানসভাতেও যাতে দলের ভোট বাড়ে, সেজন্যে এখন থেকেই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে হবে। প্রতিটি বুথে যেতে হবে। মন্তেশ্বরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি তাঁর এলাকার রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে একটি লিখিত দরখাস্ত জমা দেন। মন্তেশ্বর নিয়ে আলাদা বৈঠক হবে। ব্লকস্তরে সমস্যা মেটাতে নেতৃত্বকে নিয়ে ১৫ দিন অন্তর বৈঠক করার জন্যে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এ দিন সাড়ে ১১টা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে প্রথম দফায় বৈঠক হয়। সেখানে কালনা, পূর্বস্থলী উত্তর ও দক্ষিণ, মন্তেশ্বর, খণ্ডঘোষ, মেমারি, গলসি ও বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়করা ছিলেন। দ্বিতীয় বৈঠকে ছিলেন কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, রায়না, জামালপুর, আউশগ্রাম, বর্ধমান উত্তর ও ভাতারের বিধায়করা। দুটি বৈঠকেই হাজির ছিলেন জেলা সভাপতি, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার-সহ শ্রমিক ও মহিলা সংগঠনের জেলা সভাপতিরা। এদিন, কালনার দুটি ব্লকেরই সভাপতি কে হবেন, সে-নাম নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। মেমারি ১ ও ২, খণ্ডঘোষ, গলসি ২ ব্লকের সভাপতিদের নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য টাউন ও ব্লক সভাপতি পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিয়েও আলোচনা হয়।

বালির পুরপ্রশাসক হলেন রাণা চট্টোপাধ্যায়

সংবাদদাতা, হাওড়া : বালি পুরসভার প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হলেন বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে চিকিৎসক-বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়কে এদিন থেকেই বালির প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করা হল। এতদিন হাওড়ার সদরের মহকুমাশাসক এই দায়িত্বে ছিলেন। এদিন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার খবরে বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে দায়িত্বভার দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করব। আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। বালি পুরসভাকে উন্নয়নের নিরিখে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আমার মূল লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় যেসব জনমুখী প্রকল্পগুলি চলছে সেগুলি যাতে সবাই ঠিকঠাক পায় তা নিশ্চিত করব। সেইসঙ্গে পুর পরিষেবা আরও উন্নতমানের করে তুলতে হবে। বালির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই কাজ করব। বালিকে আরও ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব। চিকিৎসক-বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়কে বালির পুরপ্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করায় বেজায় খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁরাও বলছেন, এতে পুর পরিষেবার কাজে আরও গতি আসবে।

এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত দিনেই

প্রতিবেদন : পরীক্ষা হবেই এবং সুনির্দিষ্ট দিনেই তা হবে। এসএসসি মামলায় শুক্রবার আরও একবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট একথা জানায়। শুক্রবারও উঠেছিল মামলাটি। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দেন পরীক্ষা পিছনো হবে না। পূর্ব-নির্ধারিত দিনেই পরীক্ষা হবে। যাঁরা চাকরি করছেন তাঁরা নবম, দশম এবং একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পরীক্ষা দিতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শনিবারই ১৯০০ অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, অযোগ্যরা অ্যাডমিট কার্ড পাননি। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার জানিয়ে দেন যেসব যোগ্যপ্রার্থী অ্যাডমিট পেয়েছেন সবাই দুটো পরীক্ষায় বসতে পারবেন। কারও নজরে অযোগ্য প্রার্থীর তথ্য থাকলে রাজ্যের অ্যাডভোকেট অন রেকর্ডকে লিখিত আকারে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাটনায় তৃণমুল

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়া জোট শরিক কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর আমন্ত্রণে ১ সেপ্টেম্বর ভোটাধিকার যাত্রায় অংশগ্রহন করবে তৃণমুল কংগ্রেস। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে পাটনা যাচ্ছেন সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও ললিতেশপতি ত্রিপাঠী।

■ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর ছবিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার নবান্নে।

■ হরিপাল বিধানসভার মারিয়ার কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির হলে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'মহিলাদের শক্তির মূল, দিদির তৈরি তৃণমূল' কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, সাংসদ মিতালি বাগ, যুব সভাপতি পলাশ রায়, আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি উত্তম কুণ্ডু, স্বপন সামন্ত, স্বপন নন্দী ও অনুষ্ঠানের সভানেত্রী আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না-সহ বিশিষ্টরা। শুক্রবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ষড়যন্ত্র

ভোটের আগে বিজেপির কালো কারনামা বেরিয়ে আসা শুরু হয়েছে। বিজেপির আইটি সেলের মিথ্যাচার দেখে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও প্রবল অস্বস্তিতে। বিহারের পুলিশের ওপর স্থানীয়দের মারধরের ঘটনাকে বাংলার ঘটনা বলে চালাতে গিয়ে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে বিজেপি। রাজ্য পুলিশ স্বভাবতই আইনি পদক্ষেপ করছে। প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে ভিডিও ডিলিটও করতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি। ঘটনাটি কী? বিহারের মতিহারি এলাকায় স্থানীয় মানুষ পুলিশের ওপর চড়াও হয়। এই ভিডিওটি পোস্ট করে বিজেপি লেখে, দেখুন বাংলায় তৃণমূলের কী অবস্থা? গণবিক্ষোভে আক্রান্ত পুলিশ। বিষয়টি চোখে পড়ার পরেই তৃণমূল আইটি সেল আসল ভিডিও সামনে রেখে সরাসরি আইনি পদক্ষেপের কথা বলে। কিন্তু কেন এই মিথ্যাচারের রাজনীতি শুরু হয়েছে? ভোটের বাকি আর ৭-৮ মাস। তার আগে মিথ্যাচার, ভুয়ো, বদনামের তালিকা তৈরি করেছে বিজেপি। প্রথমে শুরু হয়েছে বাংলা এবং বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে অভিযান। তারপর নেতা-মন্ত্রীদের বাড়িতে সিবিআই-ইডি পাঠানো শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বৈঠকে বসে চক্রান্তের প্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে। পুজোর পর আরও ষড়যন্ত্র চালাবে। আরও নানা দিক থেকে আক্রমণ হবে। বাংলার মানুষ এটা বুঝে গিয়েছেন। এবং তাঁরাও জানেন ষড়যন্ত্রের জবাব কীভাব দিতে হয়।

e-mail থেকে চিঠি

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে প্রবল উন্মাদনা

‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখে বাংলা গর্বিত। মাত্র ২৬ দিনে এই প্রকল্পে মানুষের যোগদান ছুঁয়ে ফেলেছে এক কোটির গণ্ডি। অর্থাৎ, এক কোটির বেশি মানুষ ২৬ দিনে এই প্রকল্পের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। নিজেদের পাড়া এবং আশপাশের এলাকার বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেছেন। সরকারি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই সমস্যা খতিয়ে দেখে কী ভাবে সমাধান সম্ভব, তার রূপরেখা তৈরি করছেন। ২৬ দিনে এই প্রকল্পের ১৪,৫০০টি শিবিরে এক কোটির বেশি মানুষ চলে এসেছেন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান রাজ্যের সুশাসনকে চিহ্নিত করে। এমন একটা আর্থসামাজিক প্রকল্পে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান রাজ্যের গণতান্ত্রিক সুশাসন এবং সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করছে, সন্দেহ নেই। সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিরলস পরিশ্রমকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর আন্তরিক কুর্নিশ জানাচ্ছি। এ ভাবে রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের দুয়ারে মা-মাটি-মানুষের সরকার পৌঁছে যেতে পারছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উপর ভরসা রাখার জন্য রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। জননেত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, ‘‘সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে সবসময় বদ্ধপরিকর। আগামী দিনেও মা-মাটি-মানুষের সরকার মানুষের পাশে থাকবে।’’ গত ২ অগাস্ট মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হচ্ছে। কীসে সেই টাকা খরচ হবে, তা এলাকার মানুষই ঠিক করবেন। সেইমতো, প্রতি শিবিরে থাকছেন সরকারি আধিকারিক। মানুষের সমস্যার কথা শুনে শংসাপত্র দিয়ে তাঁরা প্রকল্পে সিলমোহর দিচ্ছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্যভাতা-সহ মোট ৩৭টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা মিলছে এই শিবিরগুলিতে। এ-ভাবে সরকারের প্রকল্পকে বুথ স্তরে নিয়ে যেতে চান মমতা। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্প। শুরু থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকল্প সাফল্য পাচ্ছে। বিজেপি বুঝুক, শুধু মিথ্যে বুলি আওড়ে জনমন জয় করা যায় না। এটা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ওরা আরও ভালভাবে টের পাবে।

— অমিত দাস, দমদম গোরা বাজার, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

চা-বাগানের শ্রমিকস্বার্থ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার

চা-বাগানের শ্রমিকদের শতাংশ ২০ হারে বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দিল রাজ্য। গত শুক্রবার বাগান মালিকদের সঙ্গে শ্রম দফতরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। তার পরেই দফতর অ্যাডভাইজ়রি জারি করে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাডভাইজ়রি পাহাড়ের মতো তরাই এবং ডুয়ার্সে কার্যকর হবে। চিত্রটি স্পষ্ট করলেন তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ভাইস চেয়ারম্যান **অলোক চক্রবর্তী**

২২ অগাস্ট, ২০২৫। বাংলার চা-শিল্পে এক ঐতিহাসিক দিন।

কারণ, ওই দিন রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর থেকে উত্তরের চা-শিল্পের শ্রমিকদের ২০% হারে ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে বোনাস দেবার সরকারি নির্দেশনামা (মালিকপক্ষকে অ্যাডভাইজ়রি) জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনামায় দার্জিলিং, কালিম্পং কার্শিয়াং, তরাই ও ডুয়ার্সের প্রত্যেকটি চা-বাগানে আগামী ১৫/৯/২৫-এর মধ্যে বোনাস প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সরকারি এই ঘোষণায় চা-শিল্পে কতিপয় বছর পর বাগান শ্রমিকদের মধ্যে এক আনন্দমুখর পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। গত ২০১৯-’২০, ২০২০-’২১ এবং ২০২১-’২২ পর পর তিন বছর ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হলেও গ্রেস দিয়ে বহুলাংশ বাগানে কম হারে পেমেন্ট করা হয়েছে।

যদিও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য ২৮ আগাস্ট ও পরবর্তী পর্যায়ে ৬ এবং ৭ যে আক্রমণ, চায়ের নিলামে মন্দা বাজার, টি বোর্ডের আদেশে গত ১ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদন বন্ধ এছাড়াও বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কম শতাংশ হারে বোনাস সওয়ালের সুযোগ রইল না। শ্রমিক পক্ষ ও দরকষাকষি থেকে চিন্তামুক্ত থাকল।

বিগত কয়েক বছরে পূজার আগে বোনাস বিষয়ে পাহাড়-সহ বেশ কিছু বাগানে অশান্তির কারণেই এবছর সরকার আগেভাগে ২০ শতাংশ হারে বোনাস ঘোষণা করে চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

সরকারি সিদ্ধান্তের পর পরই কিছু সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মহল থেকে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিপন্ন, চা-শিল্পে সরকার নাকি ট্রেড ইউনিয়ন মুছে দিতে চায় এবং ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে সরকার পেরেক ঠুকে দিয়েছে, এসব বিভ্রান্তিকর কথা বলা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন চা-শ্রমিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত থাকার সুবাদে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে সরকারি ঘোষণায় দলমতনির্বিশেষে সব শ্রমিক সংগঠনগুলির সরকারি ২০ শতাংশ হারে বোনাস ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানানো উচিত। শ্রমিকের চাহিদা পূরণে খুশির জোয়ার চা-শিল্পে পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই এলাকায়।

কারণ বিগতদিনে যখন মজুরি চুক্তিতে মালিকপক্ষ-শ্রমিকপক্ষ সহমত না হতে পারায় চা-শিল্পে অশান্তি যেন বাড়াবাড়ি না হয় তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মজুরি অ্যাডহক বৃদ্ধি ঘোষণা করেন। গত বছর বোনাস নিয়ে জটিলতার সময় শেষ মুহূর্তে রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং ১৬ শতাংশ হারে বোনাস ঘোষণা করে মালিকপক্ষকে মেনে নেবার আবেদন জানায়। মালিকপক্ষও তা মেনে নেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, চা-শিল্পে তৃণমূল সরকার একতরফা হস্তক্ষেপের সংস্কৃতি চালু করেছে। এই বিষয়ে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে আসল সত্যিটা জনসমক্ষে তুলে

ধরার অনুরোধ জানাই। আর সত্যি টা হল...

তৃণমূল সরকার ২০১১ সালে রাজ্যের দায়িত্ব নেবার পর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা-বাগান শ্রমিকদের ও চা-শিল্পের স্বার্থে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন অতীতে কোনও সরকারকেই চা-শিল্পের ও শ্রমিকদের জন্য এ-ধরনের কল্যাণমূলক তেমন কিছু উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। যেমন—

২০১১ সালে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র ৬৫ (পঁয়ষট্টি) টাকা, বর্তমানে বেড়ে দৈনিক ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা। মজুরি নতুন বর্ষের আবার বৃদ্ধি হবার কথা। আগে বাগানে শ্রমিকদের রেশন বাবদ টাকা কেটে নেবার রেওয়াজ ছিল, বর্তমানে নেই। এখন ফ্রি রেশন ব্যবস্থা।

প্রতিটি বাগানের মহিলা শ্রমিকেরা প্রতিমাসে মুখ্যমন্ত্রীর আবেগের প্রকল্প কন্যাশ্রী থেকে ১২০০/১০০০ টাকা, বিধবা ভাতা, স্বাস্থ্যসাথী, মিড-ডে-মিল, সবুজসাথী থেকে শুরু করে এমনকী জন্ম থেকে মৃত্যুর পরে ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

সরকারের পক্ষ থেকে বাগানে-বাগানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। শিশুদের জন্য ক্র্যাশ হাউস ছাড়াও বিভিন্ন বাগানে মেডিক্যাল টিম পাঠানো ও হাসপাতাল তৈরির কাজ এগোচ্ছে। প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী স্থায়ী কর্মীদের জন্য মালিকদের বাসস্থান করে দেবার কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব অনুসারে বাগানে বাগানে চা-সুন্দরী প্রকল্পের অধীনে পাকা বাসস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এখানেই থেমে নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার। সুদীর্ঘ কাল থেকে শ্রমিকদের দাবি মেনে স্বনামে জমির মালিকানা (পাট্টা) ও গৃহনির্মাণের জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে সরকারের তহবিল থেকে।

শ্রমিকদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও তৃণমূল সরকার তার সময়কাল থেকে চা-শিল্পকে চাঙ্গা রাখতে মালিকদের পাশেও দাঁড়িয়েছে। এখন আর কোনও মালিককে রাজ্য সরকারকে ইরিগেশন সেস্ দিতে হয় না, লিজে নেওয়া জমির ট্যাক্স দিতে হয় না তেমনি দিতে হয় না এ্যাডুকেশন সেস। রাজ্য সরকার মকুব করে দিয়েছে। বাগানের স্কুলে বিদ্যালয়কক্ষ ও নানান উন্নয়নমূলক কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার টি বোর্ডের মাধ্যমে যেসব সুযোগ-সুবিধা বাগানে শ্রমিককল্যাণে দেওয়া হত, সেগুলিও দীর্ঘদিন থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার হয় তুলে দিয়েছে নয়তো সাময়িক বন্ধ করে রেখেছে। এমনকী গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশের চা-শিল্পের উন্নয়নে এক হাজার কোটি টাকা দিলেও পশ্চিমবঙ্গের চা-মালিকদের ব্রাত্য করে রেখেছে, একটি টাকাও এই রাজ্যে কাউকেই দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্পকে ব্রাত্য করা হল কেন? এর কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি কেন্দ্রের কাছ থেকে।

কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন যে, বোনাস বিষয়ে রাজ্য সরকারের অ্যাডভাইজরি জারি করা এক্তিয়ারভুক্ত নয় ।

শিল্প-শ্রমিক ও মালিক একে অন্যের পরিপূরক। আইনশৃঙ্খলা জনিত বিষয়ে রাজ্য সরকারের একশো শতাংশ হস্তক্ষেপের অধিকার থেকে চা-শিল্পে বোনাস ঘোষণা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। এটা অনস্বীকার্য যে গতবছর বোনাস ইস্যুতে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।

পরিশেষে বলতে হয় সরকারি বোনাস সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত চা-শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের তথা শ্রমিক সংগঠনগুলির আরও শক্ত বুনিয়াদ তৈরির সহায়ক হল। সব মহলে পরিষ্কারভাবে এক বার্তা গেল যে, শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থরক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রহরীর ভূমিকায় ছিল, আছে, থাকবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমডাঙার সোনার দোকানে ২৫ হাজারের গয়না চুরি। তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত নির্মাল্য ভাদুড়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত এবং ক্লেপটোমেনিয়ায় আক্রান্ত

নিউ টাউনে তৈরি হবে দুর্গাঙ্গন

প্রতিবেদন : নিউ টাউনে দুর্গাঙ্গন গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে জমি পছন্দ করেছে হিডকো। নবান্ন সূত্রে খবর, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) অর্থে এই ঐতিহ্যবাহী ও সাংস্কৃতিক গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

আজ নবান্নে দুর্গাঙ্গন তৈরির জন্য প্রস্তুতি বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পর্যটন দফতরের কর্মকর্তা এবং হিডকোর প্রতিনিধিরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইকো পার্কের উল্টোদিকে প্রাথমিকভাবে জমি চিহ্নিত করেছে হিডকো। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে, এই জমিই দুর্গাঙ্গন তৈরির জন্য গঠিত ট্রাস্ট কিনে নেবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দুর্গাঙ্গনে থাকবে একটি সংগ্রহশালা। এখানে দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের শিল্প নিদর্শন সংরক্ষিত থাকবে। গবেষণার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডারও তৈরি করা হবে।

আরও সহজ গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ ও মালিকানা হস্তান্তর

প্রতিবেদন : নন-ট্রান্সপোর্ট গাড়ির মালিকানা বদল এবং রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ প্রক্রিয়া সহজ করল পরিবহণ দফতর। গাড়ি বিক্রির পর মালিকানা হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়ম অমান্য এবং জেলা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জটিলতার অভিযোগ উঠে আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নিল সরকার। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, এতদিন এক জেলার রেজিস্ট্রেশন অথরিটি-তে নথিভুক্ত গাড়ি অন্য জেলায় গেলে মালিকানা বদল ও রেজিস্ট্রেশন নবীকরণে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত। অনেক সময় গাড়ি বিক্রি হলেও পূর্বতন মালিকের নামে রেজিস্ট্রেশন থেকে যাচ্ছিল। এই ফাঁকফোকর মেরামতি করতেই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবার থেকে যে কোনও নন-ট্রান্সপোর্ট গাড়ির মালিকানা বদলের নথিভুক্তি রাজ্যের যে কোনও রেজিস্ট্রেশন অথরিটিতে করা যাবে। তবে শর্ত,

গাড়িটি রাজ্যের মধ্যেই বিক্রি হতে হবে। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই সংশ্লিষ্ট অথরিটির সামনে হাজির হতে হবে। বিক্রেতার ছবি ও পরিচয়পত্রের প্রমাণ 'বাহন' পোর্টালে আপলোড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্রেতা চাইলে প্রক্রিয়াটি শারীরিকভাবে বা অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবেন। একইসঙ্গে রেজিস্ট্রেশন নবীকরণের ক্ষেত্রেও নতুন ছাড় মিলেছে। মালিকের ঠিকানা পরিবর্তন না করেই রাজ্যের যে কোনও রেজিস্ট্রেশন অথরিটিতে নন-ট্রান্সপোর্ট গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ করা যাবে। এই সময় গাড়ির জিও-ট্যাগ করা ছবি এনআইসি-র অ্যাপ ব্যবহার করে আপলোড করতে হবে, যাতে অবস্থান যাচাই করা যায়। পরিবহণ দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ মালিকানা বদল বা নবীকরণের পরও বলবৎ থাকবে।

অতিসক্রিয়তা, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : দমদমে প্রধানমন্ত্রীর সভার পরই রাজ্যজুড়ে বেড়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির সক্রিয়তা। একবছর পর আচমকা আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তৎপরতা বেড়েছে সিবিআইয়ের। শুক্রবার আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক অনিয়মের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতার ডেপুটি মেয়র তথা কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক অতীন ঘোষের ফড়িয়াপুকুরের বাড়িতে যান সিবিআই আধিকারিকরা। এই 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযান' নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহারের দিকে আঙুল তুলেছেন মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে ফিরহাদের বক্তব্য, যত নির্বাচন এগিয়ে আসবে, তত ওরা ভরসা করবে ইডি-সিবিআইয়ের উপর। আর আমরা ভরসা করব মানুষের উপর। এর আগে আমার বাড়িতেও সিবিআই তল্লাশি চলেছে। শূন্যহাতে ফিরেছে। আজ অতীনের বাড়িতে হয়েছে। ওদের শুধু অভিযান চালানোর বাহানা চাই। সিবিআই আধিকারিকরাই আমায় বলেছেন, দিল্লি থেকে ফোন আসে। আমাদের কিছু করার থাকে না। আমরাও জানি, কিছুই পাব না। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, অতীন ঘোষের বাড়িতে সিবিআই আরজি করের কোনও তথ্য জানতে, তদন্তের খাতিরে যেতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সিবিআই হঠাৎ এখনই গেল কেন? যদি অতীন ঘোষের কাছে কিছু জানার থাকে, তাহলে একবছর ধরে কি সিবিআই ঘুমোচ্ছিল? প্রধানমন্ত্রী এসে ভোট-ভোট গল্প ছড়ানোর পর মনে পড়েছে?

শক্তি হারিয়েছে নিম্নচাপ, উত্তরে সতর্কতা

প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ফের নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যদিও এই নিম্নচাপের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপর সরাসরি পরবে না। তবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকতে থাকায় বাংলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণে হালকা বৃষ্টিপাত চললেও উত্তরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে। শনিবার ও রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রয়েছে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলতে পারে আগামী দু'-তিনদিন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পাট্টা পেলেন সুন্দরবনের ৮১৩ জন ভূমিহীন

সংবাদদাতা, বসিরহাট : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই সীমান্ত ও সুন্দরবনের ভূমিহীন ৮১৩ জনের হাতে পাট্টা তুলে দিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জের একাধিক মানুষ জমির পাট্টা পেয়ে খুশি। বসিরহাটের সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের দশটি ব্লক ও ৩ পুর এলাকা-সহ বিভিন্ন ব্লকের প্রচুর মানুষের জমি ছিল না। খোলা আকাশের নিচে বাস করতেন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টের আমলে বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা। একাধিকবার আবেদন করেও তাঁরা জমির পাট্টা পাননি। এবার বাসস্থানের জায়গা পেলেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর বিভিন্ন জেলায় জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার কর্মসূচি দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ হোসেন মেহেদি রহমান, অতিরিক্ত জেলাশাসক সামিউল আলম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল্লাহ গাজি ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ বর্মন-সহ বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, বসিরহাট, বাদুড়িয়া ও টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান ও সাত বিধায়ক-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। এদিন বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভা শোনার পর তাঁর নির্দেশে ভূমিহীনদের মঞ্চে তুলে ফুল, মিষ্টি ও পাট্টা দিয়ে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জমির পাট্টা তুলে দেন। যা পেয়ে

■ বসিরহাটে পাট্টাপ্রদান কর্মসূচি।

রীতিমতো খুশি ভূমিহীনরা। সন্দেশখালি থেকে পাট্টা নিতে আসা এক ব্যক্তি বলেন, বামফ্রন্টের আমলে তাঁরা আবেদন করেও কোন পাট্টা পাননি। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞ। মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে আরও বেশি করে বাংলার সামাজিক কাজ করুন। যাতে প্রান্তিক মানুষরা সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাপন করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় আমরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও একাধিক কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে আলোচনা করে এই পাট্টা তুলে দিলাম। মোট ৮১৩টি পাট্টা বিলি হয়েছে। যার উপভোক্তার সংখ্যা ১৫০১।

গুণমানে উত্তীর্ণ হতে পারল না ১৫১ ওষুধ

প্রতিবেদন: ফের একবার ১৫১টি ওষুধকে গুণমানের দিক থেকে ফেল করিয়ে দিল কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। এরমধ্যে আবার ১০টি ওষুধের নমুনাকে জাল বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। এই ওষুধগুলোর মধ্যে যেমন হজমের ওষুধ রয়েছে তেমন রয়েছে ব্যথা কমানো, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে ব্যবহৃত হেপারিন অয়েনমেন্ট। ওই রিপোর্ট বলছে, আমেরিকার সংস্থার তৈরি ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভেনেটোক্ল্যাক্স ট্যাবলেটের নমুনায়ও জাল পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে ফেল করেছে ২৬টি ওষুধের নমুনা। রাজ্য ড্রাগ ল্যাবে ফেল করেছে আরও ৫টি ওষুধের নমুনা। রাজ্য ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবের পরীক্ষায় ফেল করেছে দমদমের একটি ওষুধ সংস্থার তৈরি হজমের ওষুধ।

মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের

প্রতিবেদন : আরজি কর কাণ্ডে মৃত চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা প্রকাশ্যে মিথ্যে ও মানহানিকর অভিযোগ করায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ১৫ নম্বর এজলাসে মানহানির মামলা দায়ের করলেন তৃণমূলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ১১ সেপ্টেম্বর এই মামলায় মৃত চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবাকে তলব করেছে আদালত।

ভ্রষ্টাচার, ফ্রন্টের বিরুদ্ধে সরব ন্যায় বিচার মঞ্চ

■ সাংবাদিক বৈঠকে ন্যায় বিচার মঞ্চ-র প্রতিনিধিরা। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে।

প্রতিবেদন: আরজি করে অভয়ার মৃত্যুর পর ন্যায় বিচারের দাবিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেশ কিছু সংগঠন। যারা আদতে বিচার চাওয়ার মুখোশের আড়ালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে ব্যস্ত ছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। এবার তাদের বিরুদ্ধে সরব হল ন্যায় বিচার মঞ্চ। মঞ্চের সভাপতি ও কনভেনর ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য, আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তার অভয়ার ঘটনা সমগ্র মানবজাতির কাছে লজ্জার, কিন্তু এই হত্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের নামে যারা ক্রাউড ফান্ডিং করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে এবং আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের অপরাধ কোনও অংশে কম নয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিত ডেপুটেশন জমা দিয়েছিল। এবার জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তারা বিধাননগর থানা লালবাজারের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

■ মহেশতলার এক আবাসনে গণেশ পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজ্য
30 August, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ, শনিবার ও রবিবার
দুপুর দুটো থেকে ৫টা
ধর্মতলা মেয়ো রোডে
গান্ধীমূর্তির নিচে পশ্চিমবঙ্গ
কিষাণ খেতমজুর তৃণমূল
কংগ্রেসের অবস্থান ও ধরনা

বিজেপির আইটি সেলের মুখোশ খুলল রাজ্য পুলিশ

প্রতিবেদন : বাংলাকে ফের বদনাম করার অপচেষ্টা স্বৈরাচারী বিজেপির। বিহারের ঘটনাকে বাংলার বলে চালিয়ে ফের কুৎসার রাজনীতি শুরু করেছিল বিজেপি। তাদের মুখোশ খুলে দিল রাজ্য পুলিশ। সেইসঙ্গে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হল। বিহারের মোতিহারিতে পুলিশের উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। সেই ঘটনায় পুলিশ-প্রহারের লাইভ ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলাও করে লেখে, বাংলায় পুলিশ নিগৃহীত হচ্ছে শাসকদল তৃণমূলের হাতে। অথচ সেই ভিডিও ভুয়ো। বরং বিজেপিরই রাজ্যে পুলিশকে মারধর করা হচ্ছে। পুলিশ কর্মীদের পিস্তলও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নিজেদের রাজ্যের নগ্ন আইনশৃঙ্খলার ছবি দেখিয়ে বাংলার বদনাম করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই এবার আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি কড়া বার্তা দেওয়া হল তৃণমূলের তরফে। বিজেপির এই মিথ্যাচারের জবাব বাংলা দেবে বলে সাফ জানিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির আইটি সেলের এই অপচেষ্টাকে নিন্দা জানিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ভিডিওটি ডবল ইঞ্জিন সরকারের বিহারের। বিহারের মোতিহারিতে কিছু মানুষ একজন পুলিশকে মারছে। বিহার থেকে সেই ভিডিও তুলে বিজেপি বাংলার নাম জুড়ে দিল। যেহেতু নির্বাচন আসছে তাই বাংলার নাম খারাপ করো। বাংলার বদনাম করার বিজেপির এই অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

■ বারুইপুরের রিজিওনাল অফিসের ব্যবস্থাপনায় টালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউটে আয়োজিত উপভোক্তা বিষয়ক ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনী অধিকার সচেতনতা ক্যাম্প। উপস্থিত ছিলেন কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার তমোঘ্ন ঘোষ, অধ্যক্ষ নাজরিন আখতার, লালবাজার ক্রাইম বিভাগের তরফে মাধুর্য ভট্টাচার্য ও শাশ্বতী মণ্ডল।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ সবুজ বাজি নির্মাতাদের

প্রতিবেদন : রাজ্যের বাজি শ্রমিকদের পাশে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রী ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাজি শিল্পীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে 'অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ারক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। শুক্রবার সেই সংগঠনের তরফে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সেইসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা ও বজবজে যে ক্লাস্টার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রাজ্যের তরফে, সেই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংগঠনের তরফে আর্জি জানানো হয়েছে। এছাড়াও সমস্ত জেলায় যোগ্য বাজি-শ্রমিকদের বাজি প্রস্তুত ও বিক্রির লাইসেন্সের আবেদন জানিয়েছে বাজি-শ্রমিকদের সংগঠন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দু নস্কর জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বাংলায় প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যত বেশি শ্রমিক বাজির লাইসেন্স পাবেন, আরও বেশি মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবেন। তাই বাজি-শ্রমিক ও সরকারের মাঝে সমস্যা সৃষ্টির জন্য যাতে কেউ না থাকে, সেই আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে সংগঠনের আর্জি, বর্তমানে চিন থেকে আমদানি করা ধোঁয়াবিহীন 'কোল্ড ফায়ারওয়ার্ক' বাজি তৈরির কারখানা বাংলার বুকে গড়ে তুললে তা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হবে। প্রচুর কর্মসংস্থান বাড়বে, গোটা দেশের মধ্যে বাংলার পরিবেশবান্ধব বাজি বিশেষ প্রতীক হিসেবে পরিচিতি পাবে।

■ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে 'অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ারক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' প্রতিনিধিরা।

প্রতিবাদ দেবাংশুর

প্রতিবেদন : রাহুল গান্ধীর একটি মন্তব্যের জেরে রাজ্য কংগ্রেসের সদর দফতরে বিজেপি হামলা চালায়। শুক্রবারের এই ঘটনার নিন্দা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, কংগ্রেস নেতারা বুঝুন রাজ্যে তৃণমূল ১৪ বছর ক্ষমতায়; কোনও তৃণমূল কর্মী এ-কাজ করার সাহস দেখিয়েছে আজ অবধি? ২০২১-এ আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে জোট করে আমাদের ভোট কেটে যে পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে চাইছিলেন, তারা বিরোধী অবস্থাতেই ত্রিপুরার কালচার লাগু করেছে। ক্ষমতায় এলে কী হত, কল্পনা করতে পারছেন? অন্যের ঘর পোড়াতে গিয়ে নিজেদের ঘর পুড়িয়ে ফেলছেন না তো?

ভোটাধিকার কাড়ার অপচেষ্টা

(প্রথম পাতার পর)

কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছে না। কমিশনের কাছে নিরপেক্ষতাই কাম্য। এ-প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, রেফারি যদি নিরপেক্ষ না হয়, খেলা হয় না। তাঁর সংযোজন, এতদিন একটি বুথে ১৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারতেন। এবার কমিশন নিয়ম করেছে, একটি বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার থাকবে না। এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা দাবি জানিয়েছি, যে-বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার থাকবে বাকি ব্যালেন্স ভোটারদের ওই সংশ্লিষ্ট জায়গাতেই বুথ করে দিতে হবে। সেই বুথ যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়।

আমরা নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট জানিয়েছি, কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে সার্ভ করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হবে না। কারও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না।

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রায় ১৪ হাজার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়ানো হচ্ছে। ফলে মোট বুথের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯৫ হাজার। এই মর্মে সর্বদল বৈঠকে বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা হয়। কোন এলাকায় নতুন বুথ গড়া হবে, কীভাবে বুথগুলির পুনর্বিন্যাস হবে, তা নিয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের রিপোর্ট পেশ করা হয়।

কলকাতায় এবার গ্রিন বাজি হাব

(প্রথম পাতার পর)

দোকান থাকবে, যেখানে বছরের ৩৬৫ দিন শুধুমাত্র গ্রিন বাজি বিক্রি হবে। হাবটি কেবল ব্যবসার সুবিধা দেবে না, বরং পরিবেশবান্ধব বাজির ব্যবহার বাড়িয়ে দেবে।

নবান্নের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন ক্লাস্টার এবং হাব থেকে নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব বাজির প্রচার সহজ হবে। আগামী পুজোর আগে সবকিছু কার্যকর করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে উৎসবের সময় কেবল নিরাপদ বাজিরই ব্যবহার হয়। বাজির উৎপাদন ও বিক্রয়কে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং গ্রিন বাজির প্রচার করা খুবই সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

৮.৫ হাজার পদে নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি

(প্রথম পাতার পর) পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩১ অক্টোবর রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত। নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য ৩১ অগাস্ট থেকে www.westbengalssc.com-এ পাওয়া যাবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী-সহ প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা হয়েছিলেন। তারপর নির্দেশ মোতাবেকই রাজ্য ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এবার গ্রুপ-সি ও ডি-এর শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের জন্যও বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণদিবস স্মরণ। কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার। তাঁর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে একক গান, আবৃত্তি, সমবেত গানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করেন আমন্ত্রিত শিল্পীরা। উপস্থিত ছিলেন আলিপুর সদর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শম্ভু মণ্ডল প্রমুখ।

সাতদিনে হলফনামার নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

কোর্ট আজ একটি জনস্বার্থ মামলার সূত্রে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে যুগান্তকারী নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাংলা কীভাবে আশ্রয়, ভরসা ও সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হয়েছে, তার স্বীকৃতি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আজকে মিলেছে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের মাননীয় হাইকোর্টকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আবেদনটিকে শুনতে নির্দেশ দিয়েছেন। আটক হওয়া বিপন্ন পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটা বড় ভরসার জায়গা আজ তৈরি হল।

সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁকে পুশ-আউট করা হয় বাংলাদেশে। রাজ্যের সঙ্গে কথা হয়নি। বাংলাদেশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। প্রশান্ত ভূষণের প্রশ্ন ছিল, তা হলে এখন কী করা হবে? জোর করে বাংলাদেশে পাঠানোর আগে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল? এরও কোনও উত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রের আইনজীবী। প্রশান্ত বলেন, একটা সভ্য দেশে একজন নাগরিককে জোর করে অন্য দেশে পাঠানোর যে পরপর উদাহরণ তৈরি করেছে কেন্দ্র তাতে দেশ জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ। আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যতক্ষণ না কাউকে বিদেশি বলছে তার আগে কোনও নাগরিককে কীভাবে স্থানীয় প্রশাসন কিংবা সীমান্তরক্ষীবাহিনী বিদেশি তকমা দেয়? সোনালি বিবিকে ওদেশে পাঠানোর আগে কোনও তদন্ত হয়নি। তাহলে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হল? কেন্দ্রের আইনজীবী ইউরোপের প্রসঙ্গ টানতে গেলেই কার্যত ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। সাতদিনের মধ্যে রিপোর্টের পাশাপাশি সোনালি বিবির মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে দ্রুত শোনার জন্য নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম রায়ে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর প্রগাঢ় আস্থা আর একবার প্রকাশ্যে এসেছে। মামলার নির্দেশ এবং পর্যবেক্ষণ জানার পর তিনি লিখেছেন, বাংলার অনন্য অবস্থান নিয়ে এই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি বাংলাভাষী অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিককে আশা জোগাবে। আমাদের দেশে নানা প্রান্তে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে থাকা পরিবারগুলি এবার একটু আশার আলো দেখছেন। আমি আমার পরিযায়ী শ্রমিক ভাইবোনদের পাশে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিচার বিভাগের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তাঁদের কাছে বাংলার প্রত্যেক শ্রমিক সম্মান, মর্যাদা ও সাংবিধানিক ন্যায়বিচার পাবেন, এই প্রত্যয় আমাদের আছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার। নাম শুকতারা খাতুন (৩১)। শুক্রবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার লতাসি গ্রাম থেকে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে

আমার বাংলা
30 August, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

অভিনয় কর্মশালা

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে উত্তর দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে চলছে সাত দিবসীয় অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালা। চলবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সচিব লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সদস্যগণ, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, রায়গঞ্জ, জেলার বিভিন্ন যাত্রা দলের প্রতিনিধিরা প্রমুখ।

আহত ১৪ ফুটবলার

■ ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পুঁটিমারি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সামনে গাড়ি উল্টে গিয়ে জখম হয়েছেন চালক-সহ ১৪ জন ফুটবল খেলোয়াড়, শুক্রবার, বেলা আড়াইটে নাগাদ। মেটেলি থেকে বারোবিশা ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার পথে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পাশে নিকাশি নালায় পড়ে যায় খেলোয়াড়-সহ সাফারি গাড়িটি। শামুকতলা থানার পুলিশ তাদের গাড়িতে আহতদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ১৪ জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

গাড়িতে হামলা

■ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির গাড়ির ওপর হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায়। এ নিয়ে শুক্রবার জেলা নেতৃত্বর কাছে অভিযোগ অঞ্চল নেতৃত্বের। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার চোপড়া থানায় অভিযোগ জানিয়ে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়ে ইসলামপুরের কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার। তার গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে প্রায় ৩০-৩২ জনের একটি দল। শুক্রবার চোপড়া থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি এদিন ইসলামপুর এসে দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালার কাছেও অভিযোগ জানান তিনি।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

■ শিক্ষকদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মালদহের মানিকচকে। অভিনব এক ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা। সাধারণত ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা, কিন্তু এদিন মাঠে নেমেছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এই বিশেষ আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিলেন মানিকচক চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহম্মদ পারভেজ। তাঁর উদ্যোগেই পাঁচটি দল নিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা।

মন্ত্রী দেখে দ্বিধা নয়, সমস্যা বলুন : ব্রাত্য

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: মানুষ মন্ত্রীকে দেখলে দূরে সরে যান, একটু জড়সড়ো হয়ে যান, একটু পিছিয়ে যান। সেটা করবেন না। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আপনারা এগিয়ে এসে সমস্যা বলুন। কোন এলাকায় আগে কী প্রয়োজন আপনারা বলুন। আপনাদের মাঝখানে সরকার দাঁড়িয়ে আছে, প্রশাসন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে এসে আপনাদের সমস্যা বলুন। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে এসে এভাবেই সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানালেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে। মন্ত্রী ঘুরে দেখেন শিবির। কথা বলেন পরিষেবা নিতে আসা বাসিন্দাদের সঙ্গে। এরপরই শিবিরের খতিয়ান তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, এখনও অব্দি 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' সংখ্যা ৬১১০। এতগুলো কাজ মানুষ সরকারকে দিয়েছেন সরকার সেসব করতে বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আমলাতান্ত্রিক চর্চা এই দুয়ের মেলবন্ধন 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'। এখানে পাড়া আপনার সমাধান আমাদের। তিনি বলেন আমি গুরুত্বপূর্ণ নই আপনার পাড়া এখানে আপনার গুরুত্বের বেশি। আপনার পাড়া, আপনার মতামত আপনার প্রয়োজন আপনার সিদ্ধান্ত। এখানে আপনাদের গুরুত্বই বেশি আমরা যারা মঞ্চে রয়েছি তাদের কোনও গুরুত্ব নেই। আপনার গুরুত্বের জায়গাটা এই মা-মাটি-মানুষের সরকার তৃণমূল সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে হাতে-কলমে প্রয়োগ করতে চাইছে। এদিনের শিবিরে মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভদীপ মণ্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার কুশমন্ডি বিধায়িকা রেখা রায়, কুমারগঞ্জ বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডল, গঙ্গারামপুর পুরপিতা প্রশান্ত মিত্র, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকার-সহ একাধিক আধিকারিক।

■ কী সমস্যা? কী চাইছেন বাসিন্দারা শিবিরে কথা বলে জেনে নিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

নৃশংসভাবে খুন তৃণমূলকর্মী, ধৃত ২

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দুই গ্রামবাসীর মধ্যে বিবাদ থামাতে গিয়ে খুন তৃণমূলকর্মী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মাথাভাঙার জোরপাটকির ঘটনা। মৃতের নাম সঞ্জয় বর্মন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে গ্রামে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পুজোর প্রসাদ খেতে গিয়েছিলেন সঞ্জয়। প্রসাদ খেয়ে রাতে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দুই কাঠমিস্ত্রি অজয় বর্মন ও মান্টু বর্মনকে বিবাদে জড়াতে দেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে বিবাদ থামানোর চেষ্টা করলে উল্টে সঞ্জয়ের ওপরেই অজয় ও মান্টু চড়াও হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর ৩৭-এর সঞ্জয় পেশায় নির্মাণ শ্রমিক। বৃহস্পতিবার রাতেও তিনি প্রতিদিনের মতো কাজ সেরে ফিরছিলেন। ওই সময় জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বচসা চলছিল দুই মিস্ত্রি অজয় বর্মন ও মন্টু বর্মনের মধ্যে। শুক্রবার সকালে মাথাভাঙা মর্গে সঞ্জয়ের দেহের ময়নাতদন্ত হয়। পরে তাঁর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়। এদিনই মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, পরিবারের পাশে আমরা আছি। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। পার্থপ্রতিম রায়ের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শোকর্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে দল।

■ দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে লড়বে তৃণমূল। শোকার্ত পরিবারকে কথা দিলেন পার্থপ্রতিম রায়।

ভুটানে প্রবল বর্ষণ, হড়পা বান ডুয়ার্সের পানা নদীতে, সতর্কতা

সংবাদদাতা,আলিপুরদুয়ার : ভুটান পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি ও কালচিনি এলাকায় ভারী বর্ষণের ফলে হড়পা বান এসেছে পানা নদীতে। শুক্রবার সকাল থেকে নদীর দুধারে আটকে বহু মানুষ ও গাড়ি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কালচিনি ও সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের মধ্যে। এরই মধ্যে স্কুলের পরীক্ষা দিতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পানা নদী পার হয়ে পরীক্ষা দিতে কালচিনি পৌঁছায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী। কালচিনি থেকে সেন্ট্রাল ডুয়ার্সগামী পথে পানা নদীতে প্রতি বছর বর্ষায় সমস্যা তৈরি হয়। সেন্ট্রাল ডুয়ার্সের প্রায় পঁচিশ হাজার বাসিন্দার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই খরস্রোতা পানা নদী ফুলেফেঁপে উঠে, তখন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এদিনও অনেক স্কুল ছাত্রছাত্রী স্কুলে যেতে পারেনি। অনেকেই নদীর তীরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে ঘরে ফিরে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে জারি করা হয়েছে সতর্কতা।

কুয়োয় হাবুডুবু খাচ্ছে চিতাবাঘ! উদ্ধার করল বনদফতর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লায় এক শ্রমিকের বাড়িতে থাকা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ। মাটিয়ালি ব্লকের ইনডং চা-বাগানের টন্ডু লাইন এলাকার ঘটনা। খাবারের সন্ধানে চা-বাগান এলাকায় ঢুকে পড়া এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ মুরগি শিকার করতে গিয়ে অসাবধানে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। খবর পেয়ে বনদফতরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া স্কোয়াড দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ অভিযানের পর ট্রাঙ্কুইলাইজার ব্যবহার করে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর পাঁচটা নাগাদ শ্রমিক মহল্লার সোমনাথ গোয়ালার বাড়ির কুয়োর রিংয়ের ওপর বসে থাকা একটি মোরগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। শিকার মুখে এলেও ভারসাম্য হারিয়ে একসঙ্গে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় সে। মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় সমগ্র এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে বনদফতর ও মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। চিতাবাঘটিকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় বনকর্মীদের। প্রায় দশ ঘণ্টার নিরলস চেষ্টার পর বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তাকে ট্রাঙ্কুইলাইজ করে নিরাপদে কুয়ো থেকে তুলে আনা হয়। চা বাগানের বাসিন্দা টুবলু ওঁরাও বলেন, আমাদের এলাকায় চিতাবাঘ, হাতি, বাইসন, হরিণ দেখা যায়। কিন্তু এভাবে কুয়োর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। বনদফরের আধিকারিক সজল দে জানান, চিতাবাঘটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর জঙ্গলে পুনরায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

■ শিকারে গিয়ে পরিণতি চিতাবাঘের।

আমার বাংলা
30 August, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাত্র ৬০ দিনেই চার্জশিট পেশ করে নজির জেলা পুলিশের

গৃহবধূকে গণধর্ষণে সাত জনের ২০ বছরের সাজা

সংবাদদাতা, নদিয়া : ফের রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত শাস্তি হল ধর্ষকদের। মাত্র ৬০ দিনের মধ্যেই চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন রানাঘাট পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। অভিযুক্ত ৭ জনের ২০ বছরের সাজা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোরের সঙ্গে বলেছেন, ধর্ষকদের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা। সেই মতোই ধর্ষকদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে নজির স্থাপন রানাঘাট জেলা পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে

নদিয়ার কল্যাণীর দিকে রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন স্বামী-স্ত্রী। অভিযোগ, সেই সময় ব্রিজের নিচে ৮-১০ জন দুষ্কৃতী পথ আটকায়। এরপর ওই দুষ্কৃতীরা তরুণীকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় কাছের এক ঘন জঙ্গলে। সেখানে স্বামীকে আটকে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। স্বামীকে মারধরও করা হয়। ৩০ অক্টোবর কল্যাণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযোগ দায়েরের আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে কল্যাণী থানার পুলিশ। প্রথমেই ফরেনসিক টিম অপকর্মের জায়গায় গিয়ে বায়োলজিক্যাল কন্টেন্ট সংগ্রহ করে এবং নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট সহ বানান ২৪ ঘন্টার মধ্যেই রুজু করা হয়। বৃহস্পতিবার কল্যাণী এডিজে আদালত সাতজন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। শুক্রবার আদালত ৭ জনকে ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করল। রানাঘাট পুলিশ জেলার তদন্তকারী অফিসার মাত্র ৬০ দিনের মধ্যেই তদন্ত সম্পন্ন করে চার্জশিট দিয়েছেন, তার ফলেই বিচারক এত দ্রুত রায় দিতে পেরেছেন বলে দাবি জেলা পুলিশকর্তাদের।

নন্দীগ্রামে বিজেপিতে ভাঙন তৃণমূলে যোগ ৫০ জন কর্মীর

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বিধানসভা নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামে বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় ৫০ জন কর্মী। শুক্রবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গের হাত ধরে যোগদান করেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, যোগদানকারীরা সকলেই ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে নিতাই পাল, দেবাশিস মণ্ডল, রবীনকুমার মণ্ডল এবং অভিজিৎ জানা বিজেপির বুথ কমিটির সদস্য। তাঁদের নেতৃত্বেই এদিন কুড়িটি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করে। এদিন ভেকুটিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এই যোগদান হয়। যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ, অঞ্চল সভাপতি রাখহরি ঘড়া, অঞ্চল নেতৃত্ব শঙ্কর ধাড়া, কৃষ্ণেন্দু আচার্য, শেখ সমিরুল প্রমুখ। বাপ্পাদিত্য

বলেন, বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল। ওই দল কোনও সুস্থ মানুষ করতে পারে না। তাই ক্রমশ বিজেপি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে বিজেপি বলে আর কিছুই থাকবে না এই রাজ্যে। নবাগতদের স্বাগত জানাই।

অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা বীরবাহার

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খড়্গপুরের চৌরঙ্গির সামনে এসে মন্ত্রীর গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কাজ না করায় অস্বস্তিতে পড়ে যান চালক। কিছুটা বেসামাল হওয়ার পরেও তিনি গাড়িটিকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হন। তবে একটু এদিক-ওদিক হলেই বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। হঠাৎ কীভাবে ব্রেক ফেল করল, সে-বিষয়টি যথেষ্টই চিন্তার। পুলিশ আসার পর গাড়িটিকে পুনরায় সারিয়ে আবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন বীরবাহা। তবে এই ধরনের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

নন্দীগ্রামে বিজেপির হাতে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে ফের গেরুয়া-সন্ত্রাস। পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তৃণমূল নেতা নন্দদুলাল মাইতিকে মারধর ও টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে ঘটনা, নন্দীগ্রামের মহম্মদপুরে। ক্যাম্পের সামনে তৃণমূল সমর্থকদের লক্ষ্য করে বিজেপির কটূক্তির প্রতিবাদ করায় বিজেপি নেতাদের হুমকির মুখে পড়লেন নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ। বাপ্পাদিত্যের দাবি, বিজেপি উন্নয়নমূলক কাজ সমর্থন করে না। রাজ্য জুড়ে যেভাবে মানুষ পাড়ায় সমাধানকে সমর্থন করেছে তাতে হিংসায় মরছে। তাই এভাবে গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম অধিকারী বলেন, খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকার কর্তব্যরত পুলিশ পৌঁছয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দেবরাজের খোঁজে তদন্তকারী দল উত্তরপ্রদেশে, বাড়িতে শেষকাজ

■ ঈশিতার বাড়িতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তাঁর বাবা-মা। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : কৃষ্ণনগরের ছাত্রী ঈশিতা খুনে অভিযুক্ত দেবরাজের খোঁজে উত্তরপ্রদেশে হানা দিল পুলিশের দুটি তদন্তকারী দল। একটি দল যাচ্ছে গোরক্ষপুরে, অন্য একটি দল লখনউয়ে। খুনের একদিন আগে, মানে রবিবার দেশের বাড়িতে যাওয়ার জন্য দেবরাজের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন বাবা বিএসএফ জওয়ান রঘুবিন্দর সিং। দেববাজ ফোনে বাবাকে দেশে যাচ্ছে বলে জানালেও, যায় না। পরের দিনই ইশিতাকে খুন করে। তদন্তকারীদের অনুমান, দেবরাজ উত্তরপ্রদেশেরই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানান, দেবরাজের খোঁজে বিশেষ তদন্তকারী দুটি দল উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে। আশা করছি, খুব শিগগিরই সে ধরা পড়বে।

কৃষ্ণনগরে বাড়িতে আজ দুপুরে ইশিতার শ্রাদ্ধশান্তির কাজ হল। মেয়ের ফটোর সামনে বাবা দুলাল মল্লিক ও মা কুসুম, বড়দিদি ও ভাই সজল চোখে কাজ সম্পন্ন করেন। ছিলেন কিছু আত্মীয়পরিজন ও পাড়া-প্রতিবেশী। ২৫ তারিখে দুপুর আড়াইটে নাগাদ খুন হন ঈশিতা। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তিনটি গুলি করে খুন করা হয় তাঁকে। খুনের চারদিন কেটে গেলেও এখনও ঈশিতার খুনি অধরা রয়েছে। সবাই চাইছেন শিগগিরই পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক খুনি। নিষ্ঠুরভাবে খুনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আরএসএসের লোক, ছবিতে দাবি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা থেকে বৃহস্পতিবারই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথ এবং প্রাক্তন উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারের ছবি। তারপরেই ব্যাপক শোরগোল শিক্ষা মহলে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে আরএসএসের সভায় (সংঘ পরিচয়বর্গ) উপস্থিত শঙ্কর এবং স্মৃতি। আছেন ভাগবতও। ছবিটি পোস্ট করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবমাল্য ঘোষ। জানিয়েছেন, ২০২৪-এ কলকাতায় যখন মোহন ভাগবত আসেন, সেই সময়

তাঁর বৈঠকে দেখা গিয়েছে দু'জনকে। দেবমাল্যর দাবি, ছবি থেকেই বোঝা যাচ্ছে উপাচার্য আরএসএসের লোক। ইচ্ছাকৃতভাবে গণেশপুজো করে আরএসএসের অ্যাজেন্ডাকে রূপ দিতে চাইছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা ভেঙে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন। আমরা চাইছি, উনি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র নষ্ট না করেন। গতকাল টিএমসিপির প্রতিষ্ঠাদিবসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ধমান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আমাদের দ্বারা নয়, মাননীয় রাজ্যপাল তাঁকে অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন। তিনি হঠাৎ গবেষকদের টাকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই দিনই আমরা জানতে পেরে চালু করে দিই। সবটা আমাদের লোক থাকে না। কেউ কেউ দুষ্টুমি করে, কেউ কেউ মিষ্টিমি করে, আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না।

অস্ত্র-সহ ধৃত

■ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার অফিসার মনোজ সিং একটি পাইপগান-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল জাতীয় সড়কের পাশে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুষ্কৃতীর নাম শেখ গুলশান। দুবরাজপুর যশোর পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি। জিতের কাছ থেকে একটি পাইপগান ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। দুবরাজপুর আদালতে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

30 August, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৩০ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

আসানসোল দক্ষিণ থানার ডামরা ৩ নং এলাকার জঙ্গলে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরীর দেহ পাতাঢাকা অবস্থায় উদ্ধার হল শুক্রবার। ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অনুমান

নজরুল প্রয়াণদিবস

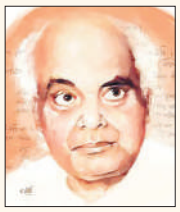

■ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুক্রবার নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের দফতরে নজরুল প্রয়াণদিবস পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, বিধায়ক সুকুমার দে, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ কোলে, তমলুকের পুরপ্রধান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়, তমলুকের মহকুমাশাসক দিব্যেন্দু মজুমদার, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ সুমিত্রা পাত্র, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মহুয়া মল্লিক প্রমুখ।

তাজা বোমা উদ্ধার

■ জামালপুরের নবগ্রামে শ্মশানের পাশে বাগভর্তি ৯টি তাজা বোমা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে জায়গাটি ঘিরে রেখে খবর দেয় সিআইডি বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। তারা সেগুলো উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করে। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বোমাগুলো মজুত করেছিল খতিয়ে দেখছে জামালপুর থানার পুলিশ।

দোকানে আগুন

■ বৃহস্পতিবার গভীররাতে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মঙ্গলদাঁড়ি এলাকায় এক ভুসিমালের দোকানে আগুন লেগে মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে কোলাঘাট থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ২

■ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে চাপড়ার রানাবন্ধ রোডের পদ্মমালা সেতুর কাছে নিকটে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন সঞ্জয় দাস ও রিয়াজ ঘরামিকে আটক করে চাপড়া থানার পুলিশ। দুজনেই পদ্মমালা এলাকার বাসিন্দা ধৃতদের তল্লাশি করে সঞ্জয় দাসের থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি বুলেট উদ্ধার হয়। যার কোনও বৈধ নথিপত্র তারা দেখাতে পারেনি। দুজনকেই গ্রেফতার করে বেআইনি অস্ত্র সংক্রান্ত মামলা রুজু করে চাপড়া থানার পুলিশ।

বাঁকুড়ার সমবায়ে ফের বিনা লড়াইয়ে জয়ী তৃণমূল, প্রার্থীই দিতে পারল না রাম-বামেরা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ফের এক সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ফলে বিজেপির জমি নরম হল বাঁকুড়া ২ ব্লকের বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেন্দড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ৯টি আসনে তারা কোনও প্রার্থীই দিতে পারেনি। ফলে বিনা লড়াইয়েই জয় পেলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। শুক্রবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে বিজেপি বা অন্য কোনও বিরোধী দলের তরফে মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। '২৬-এর নির্বাচনের আগে এই জয়ে অনেকটাই অক্সিজেন পেয়ে গেল তৃণমূল বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল। এদিনের জয়ের খবরে বিজয়োল্লাসে মাতেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বাঁকুড়া ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিধান সিংহ বলেন, এই এলাকায় লোকসভা ভোটে তুলনামূলকভাবে আমাদের ভোট কমেছিল। তবে আমাদের কর্মীরা এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এখন মানুষজনও বাংলাবিদ্বেষী বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফলে তাদের অন্যায় আর মিথ্যাচারের সমুচিত জবাব আসন্ন বিধানসভা ভোটেই পেয়ে যাবে বিজেপি। এই সমবায়ের নবনিযুক্ত সম্পাদক হয়েছেন সমীপ্তকুমার নন্দী।

■ জয়ের পর সেন্দড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সামনে তৃণমূল প্রার্থীরা। শুক্রবার।

পাড়া শিবিরে জনসংযোগে মন্ত্রী প্রশাসন কর্তারা শুনলেন সমস্যা

সংবাদদাতা, ঘাটাল : মনোহরপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপমহল জুনিয়র হাইস্কুলে আমাদের পাড়া শিবির ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজিত মাইতি, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারী-সহ প্রশাসন কর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা। শিবিরে মানুষের ভিড় ছিল নজরকাড়া। সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারার ফাঁকে মন্ত্রী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই সরকারি উদ্যোগে সাধারণ মানুষের পাড়ার সমস্যার সমাধান হবে তাঁদের পরামর্শ ও দাবি মেনে। প্রশাসন সেদিকটা দেখবে। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দেখে মনে হচ্ছে খুব ভাল সাড়া ফেলেছে মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচি।

ঘাটাল

■ শিবিরে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

রাজ্যের আইনি পরিষেবায় কাটল জট পিএফের ৪ লক্ষ পেল মৃতের পরিবার

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ৬ বছরের জট কাটিয়ে মৃত কর্মীর পরিবারের হাতে পৌঁছল কর্মচারী ভবিষ্যনিধির টাকা। বেলিয়াবেড়া ব্লকের মালিঞ্চা গ্রামের নৃপেন্দ্রনাথ নায়েক ২০১৫ থেকে গোপীবল্লভপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের মিটার রিডার পদে কর্মরত ছিলেন। ২০১৯ সালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর থেকে স্ত্রী ঝুনু নায়েক এবং কন্যা সুনন্দা নায়েক বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাওয়ার জন্য মেদিনীপুর জেলা ও হাওড়া রিজিওনাল অফিসে একাধিকবার আবেদন জানালেও সেই টাকা পাননি। শেষ পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হলে চলতি বছর এপ্রিলে একটি প্রি-লিটিগেশন মামলা রুজু হয়। নোটিশ পাঠানো হয় হাওড়া রিজিওনাল ইপিএফও অফিসে। পরপর তিনটি শুনানির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়। অবশেষে আদালতের নির্দেশে মৃত কর্মীর স্ত্রী ও কন্যার হাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছয় প্রাপ্য ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৮০১ টাকা। মামলার নিস্পত্তি করে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী বলেন, ঝাড়গ্রামের বাসিন্দাদের আইনি যে কোনও সমস্যার বিনামূল্যে সমাধানে কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট।

■ কার্যালয়ে জেলা আইনি পরিষেবা সচিব।

গাড়িতে 'পুলিশ' বোর্ড ডাকাতিতে বেরিয়ে পুলিশের জালেই ধরা পড়ল ৫ সশস্ত্র দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, বীরভূম : গাড়িতে পুলিশের বোর্ড লাগিয়ে ডাকাতি করতে যাওয়ার সময় পুলিশেরই জালে পড়ল ৫ সশস্ত্র দুষ্কৃতী। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত হাটিনগরের কাছে পুলিশ ডাকাতদলের গাড়িটিকে নাকা চেকিংয়ের সময় আটক করে। গাড়িতে থাকা পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা পুলিশকে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ গাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালিয়ে ধারালো চাকু, লঙ্কার গুঁড়ো, নগদ টাকা, দড়ি, লোহার রড উদ্ধার করে। ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশের দাবি, পুলিশের বোর্ড লাগিয়ে বড় কোনও অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল পাঁচ দুষ্কৃতীর। ধৃত লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, জাফর শরিফ, অশোক মণ্ডল, শেখ বুলাম ও বিশু ঘোষের সকলেরই বাড়ি মালদহ জেলার মানিকচক এলাকায়। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ।

বাড়ির ছাদে পদ্ম, শাপলা চাষে সফল বাঁকুড়ার অঙ্কিতা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাড়ির ছাদে পদ্ম চাষ করে সফল হয়েছেন বাঁকুড়া শহরের কানকাটার বাসিন্দা অঙ্কিতা দানা। বিভিন্ন প্রজাতির পদ্ম ও শাপলার চারা বিক্রি করে তিনি আয়ের নতুন পথ দেখাচ্ছেন। প্রায় প্রতিদিন অনেকেই তাঁর তৈরি এই দুই ফুলের চারা সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করছেন। ফলে এক সময়ের নেশা এখন তাঁর পেশায় পরিণত হয়েছে। আর মানুষও অতিসহজে তাঁর কাছ থেকে পদ্ম পেয়ে আখেরে লাভবান হচ্ছেন। অঙ্কিতা বলেন, পদ্ম আমার বেশ ভাল লাগে। বাড়িতে এই চাষ করা যায় সমাজমাধ্যমে জানতে পেরে কাজটা শুরু করে দিই। এখন আমার ছাদে ৪০টি গামলায় পদ্ম ও ৩৫টিতে শাপলা ফুটছে। পদ্ম ও শাপলার বিপুল চাহিদাও রয়েছে। অনেকেই বাড়িতে এসে নিয়ে যান। সামাজিক মাধ্যমেও অনেকে যোগাযোগ করেন। তাঁদের কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাই। জেলা তথা রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও প্রচুর পদ্ম ও শাপলার টিউবার জোগান দিচ্ছেন বাড়িতে পদ্ম চাষে সফল অঙ্কিতা।

১০
৩০ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 August, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বন্যাত্রাণের টাকা লুঠ, বখরা না পেয়ে চুলোচুলি বিজেপির

মালদহ

সংবাদদাতা, মালদহ : বন্যাত্রাণের টাকা লুঠ হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের দুই মহিলা সদস্য (অর্চনা মণ্ডল, প্রিয়া মণ্ডল) একেবারে প্রকাশ্যে চুলোচুলিতে জড়িয়ে পড়লেন। চলল ব্যাপক মারধর। মালদহের মানিকচকের এই ঘটনায় বিজেপির মুখ তো পুড়েইছে, সেইসঙ্গে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে সেই ঘটনাও প্রকাশ্যে চলে এল। হিসেব নেই বন্যাত্রাণের প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার। সেই হিসেব নিয়েই গন্ডগোলের সূত্রপাত। গোটা ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে ভূতনি থানায়।

শুক্রবার মালদহের ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বৈঠক চলাকালীন টাকার হিসেব নিয়ে বিজেপির সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে তীব্র গন্ডগোল বাধে। যে-পক্ষ বখরা পায়নি তারা চেপে ধরে অপর পক্ষকে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এ-বছর মানিকচকের ভূতনির বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকা। ত্রাণ, নৌকার ভাড়া ও অন্যান্য খাতে সরকারি তরফে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেই খরচের হিসাব চাইতে ব্লক প্রশাসন নির্দেশ দিলে পঞ্চায়েত প্রধান-সহ বিজেপির অন্য সদস্যরা বৈঠকে বসেন। কিন্তু বরাদ্দ অর্থের কোনও হিসেব না পাওয়ায় বৈঠক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ-নিয়ে বিজেপিকে ধুয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, বন্যাত্রাণের টাকা ভাগাভাগি নিয়েই বিজেপির অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ প্রকাশ্যে এল। এটাই বিজেপির আসল চরিত্র। এরা নাকি রাজ্য চালাবে! একটা পঞ্চায়েতে বন্যাত্রাণের টাকা লুট করে এরা ক্ষমতায় এলে তো পুরো পশ্চিমবঙ্গকেই বেচে দেবে! ছিঃ ছিঃ। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হলেও পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সচেতনতা শিবির

■ রাজ্যের উদ্যোগে আদিবাসী মহিলাদের জন্য হল বিশেষ শিবির। শুক্রবার বালুরঘাট বালুছায়া প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকগণ ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিএসপি ডিআইবি। মূলত, আদিবাসী মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য হিংসা ও নারী সশক্তিকরণের বিষয়ে এই

সচেতনতা শিবির। কামারপাড়া এলাকার আদিবাসী মহিলারা শিবিরে অংশ নেন। বিভিন্ন সময় পারিবারিক জীবনে হিংসার শিকার হন এই আদিবাসী সমাজের মহিলারা। ছাড়াও আদিবাসীদের জমি বিক্রয়, নাবালিকাদের উপর হেনস্থা সমস্ত বিষয় সচেতন করতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন।

কাঠ কুড়োতে যেতে হবে না জঙ্গলে বায়োগ্যাসের প্ল্যান্ট পাচ্ছে রাভাবস্তি

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

আর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে যেতে হবে না জঙ্গলে। পড়তে হবে না বাইসন বা হাতির মুখোমুখি। রাজ্য সরকারের টাকায় জেলা পরিষদের দেওয়া বায়োগ্যাসের প্ল্যান্ট জীবন বদলে দিতে চলেছে রাজভাতখাওয়ার রাভা বনবস্তির বাসিন্দাদের। এখানে টাকা নয়, বরং গোবর দিলেই মিলবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি গ্যাস ও পানীয় জলের পরিষেবা। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল ঘেরা রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাভাবস্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে এই গোবর্ধন বায়োগ্যাস প্রকল্প। ওই বস্তির বাসিন্দা মানিক রাভার বাড়িতে ওই প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি একাই এই পরিষেবা পেলেও, এলাকার বাকি বাড়িগুলোতে এই পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে প্রশাসন। খুব দ্রুত পুরো প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করে সকলকেই এর সুবিধা ভোগ করতে দেবে প্রশাসন। রাভাবস্তির এই এলাকায় প্রায় তিনশো পরিবারের বসবাস। আর অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালন। ফলে বাসিন্দারা নগদ টাকার বদলে, বাড়ির গৃহপালিত পশুদের গোবর প্ল্যান্টে দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি পাবেন। ২০২৪ সালে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এই গোবর্ধন প্রকল্পের জন্য। কালচিনি ব্লক তথা আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম বায়োগ্যাসের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এই প্ল্যান্ট চালাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মানিক রাভাকে। প্রত্যন্ত এলাকায় এরকম এক প্রকল্প হওয়ায় খুশি বাসিন্দারাও। তাঁদের কথায়, এলাকার অনেকেরই রান্নার গ্যাস কেনার সামর্থ্য নেই। ফলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেন বন থেকে। তার বদলে যদি গোবর দিয়েই জ্বালানি গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জলের পরিষেবা মেলে তাহলে অনেক টাকাই সাশ্রয় হয়। এ বিষয়ে এই রাভা বস্তির বাসিন্দা মানিক রাভা বলেন, বর্তমানে এই বায়োগ্যাসের মাধ্যমে জ্বালানি গ্যাস এবং আলো জ্বালানো যাচ্ছে। এরজন্য প্রতিদিন ২৫ কেজির মতো গোবরের প্রয়োজন হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার প্রান্তিক মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে, এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের কাজ তারই উদাহরণ।

ফের ডুয়ার্সে রেললাইনে শাবক-সহ হাতি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ফের ডুয়ার্সের রেললাইনে হঠাৎ করে চলে এল শাবক-সহ হাতি। বন দফতরের বিধিনিষেধ থাকায় ট্রেনের গতি কম ছিল। বেজে ওঠে অ্যালার্মও। আর তাতেই বেঁচে যায় মা ও শাবক হাতি। শুক্রবার ভোর রাতে নাগরাকাটা চালসা রেল সেকশনের ৬৯/০ কিলোমিটার এলাকায় কবিগুরু এক্সপ্রেসের সামনে আচমকাই দেখা দেয় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি ও তার শাবক। তবে চালকের দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং সহচালকের সহযোগিতায় এড়ানো যায় বড়সড় দুর্ঘটনা। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৬১৬ ডিএন কবিগুরু এক্সপ্রেস সেই সময়ে দ্রুতগতিতে চলছিল। হঠাৎই লোকো পাইলট প্রকাশ কুমার এবং সহকারী লোকো পাইলট কামরু মণ্ডলের নজরে আসে ট্র্যাকের উপর দিয়ে হাঁটছে বন্য হাতি ও তার বাচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে তারা ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণে এনে থামিয়ে দেন। এর ফলে প্রাণে বাঁচে হাতি ও শাবক দু'টি। চোখে পড়ার মতো ঘটনা ঘটে এরপরও। প্রায় ৬৭/৮ কিলোমিটার পর্যন্ত রেললাইনের উপর দিয়েই চলতে থাকে হাতি ও শাবক। প্রায় ২৩ মিনিট ট্রেনটিকে ওই সেকশনে আটকে থাকতে হয়।

মাংস, সয়াবিনের খিচুড়িতে সারমেয়দের ভোজ পুলিশের

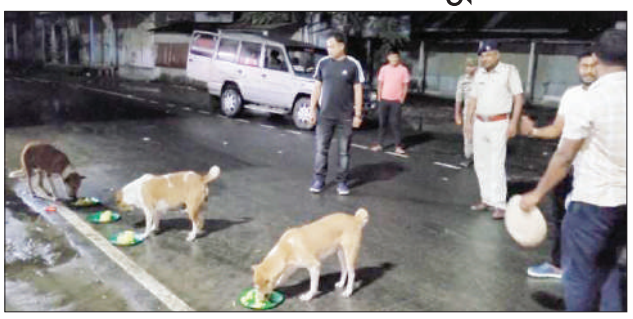

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মাথা নেড়ে দলে দলে হাজির ওরা। একের পর এক পাতে পড়ল মাংস, সয়াবিনের খিচুড়ি। চেটেপুটে খেয়ে মাথা নাড়িয়ে জানাতে ভুলল না ধন্যবাদ। বক্সিরহাটে দেখা গেল এমন দৃশ্য। পুলিশের উদ্যোগে হল সারমেয়দের নৈশভোজ। বক্সিরহাট থানার পুলিশের এমনই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে। পুলিশের মানবিক উদ্যোগ সাক্ষী থাকল বক্সিরহাটবাসী। বৃহস্পতিবার রাতে বক্সিরহাট থানার উদ্যোগে পথকুকুরদের মধ্যে খাবার বিলি হয়েছে। পুলিশের উদ্যোগে বড় কড়াইতে রাতে রান্নার দেদার আয়োজন হয়েছিল। তিনজন রাঁধুনি মিলে রান্নার আয়োজন করেছেন। মূলত মাংস ও সয়াবিন-সহ এই খিচুড়ি বক্সিরহাট বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় বিলি করা হয়। এদিন বক্সিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি নকুল রায়ের উদ্যোগে থেটারপাড়, ভানুকুমারী ভোলানাথ মোড়, বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও বক্সিরহাট বাজারে থাকা পথকুকুরদের মধ্যে সেই খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযান লাগাতার চলবে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কুকুরপ্রেমীরাও।

ইংরেজি শব্দ বলে রেকর্ডে নাম দেড় বছরের শিশুর

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মায়ের কোলে বসে আদো আদো গলায় বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম, পশু পাখির নাম অকপটে বলতে পারে সে। ইংরেজিতে ফুল, পাখিদের নামও বাংলায় অনুবাদ করতে পারে সে। মাথাভাঙার এই শিশুকে ঘিরে আহ্লাদে আটখানা পরিবার। এত কম বয়সে যখন হামাগুড়ি থেকে কোনওমতে হাঁটার চেষ্টা করার কথা তার, সেই বয়সে অনর্গল ইংরেজি বলে সকলকে চমকে দিচ্ছে এই শিশুটি। মাথাভাঙার ভাগ্যশ্রী দেবনাথকে ঘিরে গর্বিত পরিবার। বয়স মাত্র ১ বছর ১০ মাস বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম উঠল ভাগ্যশ্রীর। আর এই নাম ওঠাকে কেন্দ্র করে খুশির হাওয়া বইছে ভাগ্যশ্রীর পরিবারে। ভাগ্যশ্রী দেবনাথের বাড়ি শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া হলেও ছোট থেকেই মায়ের সঙ্গে থাকে মাথাভাঙার চেনাকাটা এলাকায় মামাবাড়িতে। বাবা কর্মসূত্রে থাকেন কলকাতাতে। জানা গেছে, মাত্র ৯ মাস বয়স থেকেই ছোট্ট ফুটফুটে ভাগ্যশ্রী স্পষ্টভাবে বলতে পারত কথা। শুনে শুনেই বলে ফেলতে পারত প্রায় সবকিছুই। আর এতেই আগ্রহ বেড়ে যায় অভিভাবকদের। শুরু হয় বিভিন্ন নাম শেখানো। এরপর অভিভাবকরা চিন্তা করতে থাকেন কী করে ইন্ডিয়া

বুক অফ রেকর্ডে নাম পাঠানো যায়। এরপর শুরু হয় ফোন ঘাঁটাঘাঁটি। অবশেষে ইন্টারনেটের সাহায্যেই ভিডিও পাঠিয়ে করা হয় আবেদন। কিছুদিন পর দেখা যায় ভাগ্যশ্রীর নাম একেবারে উঠেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড থেকে মেডেল-সহ বিভিন্ন জিনিসও এসে পৌঁছেছে ভাগ্যশ্রী দেবনাথের বাড়িতে। ভাগ্যশ্রীর মা হিরণ বসুনিয়া দেবনাথ জানান, এত অল্প বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম ওঠা সত্যিই গর্বের বিষয়, আর এতে খুশি তার পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকাবাসীরাও। বিভিন্ন দেশের নাম, দেশের রাজধানীর নাম, ফুল-ফল, পশু-পাখি, শাক-সবজি ইত্যাদির নামের পাশাপাশি বলতে পারে ৩৫টি শব্দের ইংরেজি থেকে বাংলা অর্থও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মোদিরাজ্যে শাসনের নামে বোনের উপর ভয়ঙ্কর শারীরিক ও যৌননির্যাতন চালাল দাদা। ধর্ষণ করে তাঁর সারা গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিল পেশায় গাড়ি চালক দাদা। স্থানীয় এক যুবকের প্রেমে পড়েছিল ওই তরুণী। সেই রাগেই এই কাণ্ড। ভাবনগরের ঘটনা

দিল্লি দরবার

ওয়াকফে তথ্যচুরি করেছিল বিজেপি

বিশ্বাসযোগ্যতা নেই জেপিসির যুক্তি তুলে ধরে ব্যাখ্যা তৃণমূলের

প্রতিবেদন: তাৎপর্য হারিয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি। নেই কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাও। আসলে এই জেপিসিকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে বিজেপি। চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু বিজেপি নয়, অতীতে একই ভুল করছে কংগ্রেসও। যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খর্ব করতে সংসদে পেশ করা মন্ত্রী অপসারণ বিল খতিয়ে দেখার নামে গড়া যৌথ সংসদীয় কমিটি বয়কট করেছে তৃণমূল ও অন্যান্যরা। কেন, তার যৌক্তিকতাও ব্যাখ্যা করেছে তৃণমূল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে ১০০ জনেরও বেশি বিরোধী সাংসদ এই সংবিধান সংশোধন বিলের বিরোধিতা করেছেন। যৌথ সংসদীয় কমিটি কেন মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোট ৬টি কারণ তুলে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

জেপিসি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন জেটলিও

১) কমিটিতে কোনও দলের মনোনীত সদস্য সংখ্যা নির্ভর করে সংসদে সেই দলের শক্তির উপরে। স্বাভাবিকভাবেই শাসকপক্ষের সদস্য সংখ্যাই কমিটিতে সবচেয়ে বেশি। আধিপত্য তাদেরই। সবচেয়ে বড় কথা, যৌথ সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা শুধুমাত্র সুপারিশ করার। সেটা মূলত পরামর্শ। সরকার তা মেনে চলতে বাধ্য নয়।

২) ১৯৮৭তে বোফর্স কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে যে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল তা বয়কট করেছিল ৬টি প্রধান বিরোধী দল। কারণ কমিটির অধিকাংশ সদস্যই ছিল কংগ্রেসের। ১৯৮৮ তে কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেও তা পক্ষপাতদুষ্ট ছিল বলে প্রত্যাখ্যান করে বিরোধীরা।

৩) ১৯৯৩তে জেপিসি রিপোর্ট পেশ করেছিল 'ইরেগুলারিটিস অফ সিকিউরিটিস অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং ট্রানজাকশন' বিষয়ে। ২৭৩টি সুপারিশের মধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল মাত্র ৮৭টি সুপারিশ। 'অ্যালোকেশন অ্যান্ড প্রাইসিং অফ টেলিকম লাইসেন্সেস অ্যান্ড স্পেকট্রাম' বিষয়ে জেপিসি রিপোর্ট পেশ করেছিল ২০১৩ সালে। তৃণমূলের ২ প্রতিনিধি সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাকেত গোখেল নোট অফ ডিসেন্ট নথিভুক্ত করলেও তা অগ্রাহ্য করা হয় এবং হোয়াইটনার দিয়ে তা ঢেকে দিয়ে তথ্যের কারচুপি করেছিল গেরুয়া সরকার। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৮৭তে বোফর্স নিয়ে জেপিসি গঠন করেছিল কংগ্রেস। ১৯৮৯-এর নির্বাচনে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয় তারা। ১৯৯২ তে হর্ষদ মেহেতা কেলেঙ্কারিতে জেপিসি গঠন করে ১৯৯৬ তে হেরেছিল কংগ্রেস। একই অবস্থা হয়েছিল ২০০৪ এর নির্বাচনে বিজেপির। ২০১১ এবং ২০১৩তে জেপিসি তৈরি করেও ২০১৪-র নির্বাচনে কেন্দ্রের সরকার থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল কংগ্রেসকে। এবারের সংবিধান সংশোধন বিল খতিয়ে দেখার জন্য বিজেপি গঠিত জেপিসি প্রথম বয়কট করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের দেখানো পথেই একে একে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, কেজরিওয়ালের আপ এবং উদ্ধপব ঠাকরের শিবসেনা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের সাফ কথা, জেপিসি আসলে সময় নষ্টের কৌশল এবং অর্থহীন।

৪) লক্ষণীয়, অগস্তা ওয়েস্টল্যান্ড ভিভিআইপি চপার নিয়ে তদন্তের জন্য জেপিসি গঠনের জন্য ২০১৩ সালে রাজ্যসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সময়ের বিরোধী দলনেতা বিজাপির অরুণ জেটলি মন্তব্য করেছিলেন, জেপিসি আসলে ব্যর্থতার অনুশীলন। এবং সরকারের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল।

৫) সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, ২০১৪ থেকে মোট ১১টি জেপিসি গঠন করেছে সংসদ। কিন্তু অন্তত ৭টি ক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে অধিবেশনের শেষ দিনে। অথচ ২০০৪ থেকে ২০১৪-র মধ্যে ৩টি জেপিসির কোনওটাই গঠিত হয়নি অধিবেশনের শেষ দিনে।

৬) তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওয়াকফ সংক্রান্ত জেপিসিতে ৭৪টি সুপারিশের মধ্যে কতগুলো কার্যকর করা হয়েছিল তা আজও অজানা।

রুদ্রপ্রয়াগে ফের রুদ্রমূর্তি প্রকৃতির

মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভূমিধসে মৃত্যু অন্তত ৫, নিখোঁজ ২০

প্রতিবেদন: ফের প্রকৃতির রুদ্ররোষে উত্তরাখণ্ড। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। শুক্রবার সকাল থেকেই রুদ্রপ্রয়াগ ও চামোলি জেলায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টির তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে একের পর এক বাড়ি। নৌকার মতো ভেসে গিয়েছে অজস্র গাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন অনেকে। পাহাড়ি গ্রামে এখন শুধুই মানুষের আর্তনাদ। চামোলিতে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক দম্পতি। রুদ্রপ্রয়াগে মৃত্যু হয়েছে একজনের। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫। নিখোঁজ অন্তত ২০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাপট চালাচ্ছে মেঘভাঙা বৃষ্টি। অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী নদীর জলস্তর বাড়ছে হু হু করে। বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের সিরোবাগড়ের কাছে মিনি গোয়ায় অলকানন্দার জল রাস্তায় উঠে গিয়েছে। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে লোয়ারা এলাকায় অবস্থিত মোটরবাইক যাওয়ার আস্ত একটি ব্রিজ। রুদ্রপ্রয়াগের বাসুকেদার এলাকার অন্তর্গত বাদেথ ডুঙ্গার এবং চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধ্বংসস্তূপের কারণে বেশ কিছু পরিবার আটকে পড়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছে। ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে রাজ্যের একাধিক জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নদী ও ছোট নালাগুলির জল ক্রমশ লোকালয়ে ঢুকছে, যার ফলে ভেসে গিয়েছে একাধিক রাস্তা ও গাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার বাসুকেদার এলাকা আর চামোলি জেলার দেবল এলাকা। রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিউর এলাকায় একটি বাড়ি এবং একটি বোলেরো গাড়ি ভেসে গিয়েছে। বাদেথ, বাগধর এবং তালজামানি গ্রামের দু'পাশ দিয়ে বইছে নদীর জল। কিমানায় ভেসে গিয়েছে কৃষিজমি। পাশাপাশি, চেন্নাগড়ের বাজার এলাকায় বেশ কয়েকজন নিখোঁজ।

ভয়াবহতার বিচারে সম্পূর্ণ ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ পর্যবেক্ষণ করছেন রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসক প্রতীক জৈন। তাঁর নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও সুষ্ঠুভাবে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য বিকল্প রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এদিকে, চামোলি জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসের ঘটনায় আটকে পড়েছেন বহু মানুষ । চামোলির প্রত্যন্ত গ্রাম মোপাটায় ধ্বংসস্তূপের নীচে এক দম্পতির চাপা পড়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। ভূমিধসের কারণে আরও দু'জন আহত হয়েছেন এই এলাকায়। আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । ভারী বৃষ্টিতে চামোলির বহু এলাকায় রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকায়। পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয়রা। ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে থারালি-সহ আশপাশের এলাকায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে।

গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী হাইওয়ের ২৩ জায়গাকে অত্যন্ত ধসপ্রবণ এবং বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা। ধারাসু, নালুপানি, নালুনা এবং দারবানি-সহ অন্তত ১৫টি বিপজ্জনক এবং ধসপ্রবণ জায়গা রয়েছে শুধুমাত্র গঙ্গোত্রী হাইওয়েতেই।

বিহারে ফের ভোটচুরির চক্রান্ত নোটিশ ৩ লক্ষ ভোটারকে

প্রতিবেদন: ফের বিহারে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের ভোটচুরির চক্রান্ত। বিহারে এসআইআর নিয়ে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম আগেই বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই বিতর্কের মাঝেই ফের বিহারের ৩ লক্ষ ভোটারকে রহস্যময় ভোটার হিসাবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। তাদের অভিযোগ, এই ৩ লক্ষ ভোটার বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং নেপালের বাসিন্দা। সেই কারণে নোটিশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন তরফে। ভোটার তালিকায় সংশোধনী নিয়ে এরকম ৩ লক্ষ বিহারবাসীর কাছে নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যদিও এইসমস্ত ভোটার বিহারের পূর্ব চম্পারন, পশ্চিম চম্পারন, মধুবনি, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া, কাটিহার, আরারিয়া এবং সুপওলের বাসিন্দা। এসআইআর-এর নিয়ম অনুসারে, ১ অগাস্ট ২০২৫ প্রকাশিত খসড়া তালিকা থেকে কোনও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। বিহারে এসআইআর এর প্রথম ধাপে মোট ৭.২৪ কোটি ভোটার খসড়া তালিকায় স্থান পেয়েছেন এবং ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় স্থান পেতে ভোটারদের ১১টি নির্দিষ্ট নথির মধ্যে একটি জমা দেওয়ার জন্য ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় আছে। এমনকী বিহারের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি তিনবার আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু এরপরেও কমিশন ফের তিন লক্ষ বিহারবাসীকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে নোটিশ পাঠানোয় উঠছে প্রশ্ন।

যোগীরাজ্যে আক্রান্ত হলেন গুগলকর্মীরা

প্রতিবেদন: যোগীরাজ্যে সাধারণ মানুষ যে কতটা বিপদের মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ মিলল আবার। সমীক্ষার কাজে এসে চোর সন্দেহে গণপিটুনি খেলেন গুগলের কর্মীরা। এই ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের বিরহার গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, ম্যাপের সমীক্ষার কাজে ওই গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে পা রেখেছিলেন গুগলের একদল কর্মী। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা সজ্জিত গাড়িটি দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। গাড়ি ঘিরে ধরে শুরু হয় তুমুল বচসা। তারপরে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে চলে মারধর। নিজেদের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও রেহাই মেলেনি। খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করে আক্রান্তদের।

বেঙ্গালুরুতে পণের বলি অন্তঃসত্ত্বা ইঞ্জিনিয়ার

প্রতিবেদন: নয়ডায় পণের জন্য গৃহবধূকে খুনের ঘটনার প্রতিছবি এবার বেঙ্গালুরুতে। একটি নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শিল্পা পঞ্চঙ্গমথের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে দেখা দিয়েছে গভীর রহস্য। শিল্পার পরিবারের অভিযোগ, পণের দাবিতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হত তাঁকে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই খুন করেছে শিল্পাকে। ওকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিজের ঘর থেকে ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শিল্পার দেহ। পুলিশ জেনেছে, এক পুত্রসন্তানের মা শিল্পা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ৩ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল প্রবীণ নামে এক সফওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সেই চাকরি ছেড়ে সম্প্রতি ফুচকার ব্যবসা শুরু করে। শিল্পার কাকা জানিয়েছে, আসলে

যোগীরাজ্যে পণের দাবি না মেটানোয় ২৩ বছরের এক গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল আমরোহ জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রাম।

মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বিয়ে করেছিল প্রবীণ। সম্পত্তি বিক্রি করে আমরা ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছিলাম ভাইঝির। ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম প্রবীণকে।

ভারতের সীমান্ত লাগোয়া তিনটি স্থলবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ। এরমধ্যে দু'টি বন্দর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। এছাড়া আরও একটি বন্দরের কাজ আপাতত স্থগিত করছে ঢাকা। এই বন্দরগুলিকে নিষ্ক্রিয় ও অলাভজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে

ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরেই কাছাকাছি দুই দেশ

ভারত-চিন সম্পর্ক শোধরাতে গোপন চিঠি জিনপিংয়ের, কী জানান চিনা প্রেসিডেন্ট?

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো বেজিংয়ের বার্তা আবার চর্চায়

প্রতিবেদন: ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে যখন বাণিজ্যিক টানাপোড়েন চরমে তখন সমান্তরালভাবে কৌতূহলের কেন্দ্রে একটি গোপন চিঠি। আর সেই চিঠিকেই চিনের সঙ্গে সম্পর্কের মেরামতিতে সূচনাবিন্দু বলছে ওয়াকিবহাল মহল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন এই বছরের শুরুতে চিনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ তীব্র করেন, তখন বেজিং মরিয়া হয়ে চাইছিল ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পক্ষ থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠানো হয়। ভারতের উপর ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ এবং ভারত ও চিন দুই দেশের সঙ্গে আমেরিকার টানাপোড়েন বাড়তে থাকায় এখন সেই চিঠিটিই নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদন অনুসারে, জিনপিংয়ের পদক্ষেপটি ছিল ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলার এক প্রচেষ্টা। ওই প্রতিবেদনে এক ভারতীয় কর্মকর্তার তথ্যসূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে, শি জিনপিংয়ের ওই চিঠিটি ছিল চিনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নে ভারতের সদিচ্ছা যাচাই করার পরীক্ষা। যদিও চিঠিটি রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে পাঠানো হয়েছিল, তবে এর বার্তা দ্রুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পৌঁছে যায়। ওই নোটে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য মার্কিন চুক্তির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, যা বেজিংয়ের স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি তিনি নিজেই করেছেন বলে ট্রাম্পের 'অসত্য' দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মোদি সরকার চিনের প্রস্তাবে জুন মাস থেকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে ভারত ও চিন উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এরপর দুই দেশই ২০২০ সালের সীমান্ত-সংঘর্ষের তিক্ততা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করতে সম্মত হয়। উভয় দেশই দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ফের আলোচনা শুরুর প্রতিশ্রুতি দেয়। ঘটনাচক্রে এই এরপর থেকে ভারত-চিন সম্পর্কের লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার চালু হতে যাচ্ছে। বেজিং ভারতে ইউরিয়া চালানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে। অন্যদিকে, ভারত বহু বছর ধরে স্থগিত থাকার পর চিনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু করেছে। বস্তুত, ভারত-চিনের এই সম্পর্ক পুনর্নবীকরণের কারণ আদতে ট্রাম্পের শুল্কনীতি, যা প্রথমে বেজিং এবং পরে নয়াদিল্লিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। গত মার্চ মাসে চিনা পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করার পর চিনের বিদেশমন্ত্রক ভারতকে আগ্রাসী মার্কিন আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার রাজনীতির বিরোধিতা করার আহ্বান জানায়। শি জিনপিং নিজেও ঘোষণা করেছিলেন, 'হাতি ও ড্রাগনের একসঙ্গে নৃত্যই একমাত্র সঠিক পথ।' জুলাই মাস নাগাদ চিনা কর্মকর্তারা এই রূপকটি বারবার ব্যবহার করতে শুরু করেন। গ্লোবাল টাইমস আরও একধাপ এগিয়ে মার্কিন শুল্ক প্রতিরোধের জন্য দুই এশিয়ান জায়ান্টের মধ্যে 'ব্যালে নাচ'-এর আহ্বান জানায়। এই সপ্তাহে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনা প্রেসিডেন্ট শি-এর সঙ্গে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এটি গত সাত বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম চিন সফর হবে। 'দ্য চায়না-গ্লোবাল সাউথ প্রোজেক্ট'-এর প্রধান সম্পাদক এরিক ওল্যান্ডার সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে সম্প্রতি বলেছেন, শি এই শীর্ষ সম্মেলনকে কাজে লাগিয়ে দেখাতে চাইবেন যে, মার্কিন-নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কেমন হতে পারে এবং জানুয়ারি মাস থেকে চিন, ইরান, রাশিয়া, এবং এখন ভারতের বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের সমস্ত প্রচেষ্টাই কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রিকস কীভাবে ট্রাম্পকে বিপর্যস্ত করেছে তা এখন সবাই দেখছে।

শত্রু দেশের নেতার সঙ্গে ফোনালাপ ফাঁস

পদ গেল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: শত্রু দেশের নেতার সঙ্গে ফোনকল ফাঁস হওয়ার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় দেশজুড়ে। শেষপর্যন্ত সেই বিতর্কের জেরে বরখাস্ত করা হল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পায়েতোঙ্গটার্ন শিনাবাত্রাকে। শুক্রবার দেশের সাংবিধানিক আদালত প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার রায় দিয়েছে। এর আগে গত জুলাই মাসে এই সংক্রান্ত মামলায় শিনাবাত্রাকে সাসপেন্ড করেছিল আদালত।

সীমান্ত এলাকার দখলদারি নিয়ে সাড়ে ছয় দশক ধরে কম্বোডিয়ার সঙ্গে শত্রুতা চলছে থাইল্যান্ডের। এবছরের ফেব্রুয়ারি থেকে দু'দেশের সেনার মধ্যে বেশ কয়েক দফা সীমান্তযুদ্ধও হয়েছে। ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমানহামলা হয়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। মৃত্যু হয়েছে দু'দেশেরই কয়েকজন সেনা ও অসামরিক নাগরিকের। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে জুনের শেষে একটি টেলিফোন কল ফাঁস হয়। কম্বোডিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা সেদেশের পার্লামেন্ট সেনেটের প্রেসিডেন্ট হুন সেনের সঙ্গে সীমান্তবিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে শোনা গিয়েছিল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শিনাবাত্রাকে। ফাঁস হওয়া সেই টেলিফোনিক কথোপকথনে শোনা যায়, শিনাবাত্রা শত্রু দেশ কম্বোডিয়ার নেতাকে 'আঙ্কল' বলে সম্বোধন করছেন। বলছেন, যে কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমাকে বলুন। এমনকী, ফোনে নিজের দেশের সেনার সমালোচনাও করতে শোনা যায় তাঁকে। ২০২৩ সালে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও সেদেশের সরকার কার্যত হুনের পরামর্শেই চলে। এই পরিস্থিতিতে শিনাবাত্রার ফোন কল ফাঁস হওয়ার পর থেকেই থাইল্যান্ডে রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়। বিরোধীরা একযোগে আক্রমণ শানায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। খোদ শিনাবাত্রার বিরুদ্ধে তাঁর দল এবং জোটের পার্লামেন্ট সদস্যদের একাংশও সরব হন। শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষই প্রধানমন্ত্রীর অপসারণের দাবি তোলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হয় সাংবিধানিক আদালতে। চাপের মুখে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েও শেষপর্যন্ত গদিরক্ষা করতে পারলেন না থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শিনাবাত্রা। সাংবিধানিক আদালত অপসারণ করল তাঁকে।

শুল্কচাপে দেশে বাড়ছে কাজ হারানোর আশঙ্কা

প্রতিবেদন: সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনার দিনেই ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন শুল্কনীতির জেরে রপ্তানিক্ষেত্রে আতান্তরে পড়েছেন এদেশের ব্যবসায়ীরা। আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠায় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে। আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের উপর বিপুল শুল্ক আরোপের ফলে শ্রমনিবিড় শিল্পগুলিতে কর্মচ্যুত হওয়ার ভয় বাড়ছে।

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের অধ্যাপক দিব্যেন্দু মাইতির ব্যাখ্যা, মোদি সরকারকে নতুন পরিস্থিতিতে বিকল্প খুঁজতে হবে। ভারতকে এখন 'লুক ইস্ট' নীতি নিয়ে চলতে হবে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আমেরিকা ভারতের বাজারে দোদুল্যমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। এতে খেটে খাওয়া

বিকল্প খুঁজতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে

মানুষের চাকরি হারাবার আশঙ্কা বাড়ছে। ট্রাম্প শুল্ক চাপিয়েছেন অঙ্ক কষে। এর মোকাবিলায় ভারতকে দ্রুত বিকল্প মার্কেট তৈরির প্রস্তুতি নিতে হবে। চিনের সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মজবুত করতে হবে। এছাড়া ভারতীয় ব্যাবসায়ীদের স্বার্থে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ব্যবসার বিকল্প রাস্তা খোলার কথা ভাবতে হবে। বাংলাদেশ, ভিয়েতনামের মতো দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে অনেকটাই কম শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। ফলে এখন আমেরিকায় পণ্য রফতানির প্রতিযোগিতায় সেই দেশগুলি ভারতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে আমেরিকার বিশাল বাজারে কাপড় রফতানিতে সুবিধা করে নেবে বাংলাদেশ, ভিয়েতনামের মতো দেশ। পিছিয়ে পড়বে ভারত। কাজ হারাবেন বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

(প্রথম পাতার পর)

কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের যোগদান কোটির রেখা অতিক্রম করায় সকলকে অভিনন্দন। ধন্যবাদ জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলার মানুষের এই অভূতপূর্ব এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক সুশাসনকে আরও শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত করেছে। স্যোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলার প্রতিটি মানুষকে, যাঁরা আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। আমি এই সুযোগে সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছেন। এই রাজ্যের সকল নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার আপনাদের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও সুনিশ্চিত করতে এবং আপনাদের সমস্যার আশু সমাধানে সবসময় আপনাদের পাশে আছে ও আগামী দিনেও থাকবে— কথা দিলাম। উল্লেখ্য, এর আগে কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী থেকে দুয়ারে সরকার— সমস্ত প্রকল্পই দেশে মডেল তৈরি করেছে। বিদেশেও স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার সেই তালিকাতেই নাম উঠছে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্গাপুজোর এক মাস আগে পর-পর দু'টি ধারাবাহিক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জি বাংলা। শোনা যাচ্ছে শেষের পথে 'মিত্তির বাড়ি' এবং 'কোন গোপনে মন ভেসেছে'

চাহিদা বাড়ছে কোর্টরুম ড্রামার

কোর্টরুম ড্রামার দারুণ চাহিদা। মুক্তি পেয়েছে 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ সিজন টু'। পেয়েছে দর্শক এবং সমালোচকের প্রশংসা। সামনে এসেছে 'দ্য ট্রায়াল : প্যার, কানুন, ধোখা ২'-এর ট্রেলার। যা আকর্ষণীয় গল্পের ইঙ্গিত দেয়। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ সিজন টু

ডিজিটাল প্লাটফর্ম 'হইচই'-এ ১৫ অগাস্ট মুক্তি পেয়েছে 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ সিজন টু'। এর আগে সাফল্য পেয়েছিল ওয়েব সিরিজের প্রথম সিজন। ফলে দ্বিতীয় সিজন ঘিরে ছিল বিপুল আগ্রহ। এটা একটা নির্ভেজাল কোর্টরুম ড্রামা। রহস্যে মোড়া। পরতে পরতে টান-টান উত্তেজনা। পরমুহূর্তে ঠিক কী ঘটবে, দেখার সময় ভেবে পান না দর্শকেরা। ভাবা হয় এক, ঘটে যায় অন্যরকম।

সিরিজের মূল চরিত্র অচিন্ত্য আইচ একজন আইনজীবী। তিনি মধ্যবিত্ত, সাধারণ, কেরানিসুলভ। কম স্মার্ট, স্বল্পশিক্ষার মানুষ। তলানিতে ঠেকেছে আত্মবিশ্বাস। প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস তাঁর নেই। অন্যকে মারা তো দূরস্থ, পদে পদে তিনি নিজেই মার খান। সবমিলিয়ে তিনি একজন আন্ডারডগ। যাঁদের হয়ে মামলা লড়েন, তাঁরাও আন্ডারডগ।

কাহিনিতে আছে সত্য ঘটনার ছায়া।

মনে পড়তে পারে হেতাল পারেখ মার্ডার কেস। যে ঘটনায় ফাঁসি হয়েছিল একজন সাধারণ মানুষের। যা নিয়ে অনেকের মনেই জমাট বেঁধে ছিল নানা প্রশ্ন। সিরিজ শুরু হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল দিয়ে। যেখানে শোনা যায় 'বিচার চাই', 'অভিযুক্তের ফাঁসি চাই' ইত্যাদি স্লোগান। অনেক প্রশ্ন আছে, আছে নানান স্তর এবং জটিলতা। মূল অভিযুক্ত ধরা পড়েনি, এমন থিওরিতে বিশ্বাস করেন অনেকেই। এই সিরিজে তার মাঝামাঝি অবস্থানে গল্প দাঁড় করানো হয়েছে। যেখানে উচ্চবিত্ত পরিবারের কর্মচারীর প্রতি অন্যায় হওয়া থেকে তাঁকে বাঁচানো হল। অন্যদিকে, মাতৃত্বের কার্ড ব্যবহার করে বাবা-মাকে অনার কিলিং-এর কালিমা থেকেও বাঁচানো হল। সমাধান হল খুব দ্রুতগতিতে। খুব কঠিন পরিস্থিতিও খুব সহজে পার হয়ে গেলেন অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ।

তাঁর সহকর্মী ভীম এক অদ্ভুত মানুষ। ক্লু পেতে কোনও অসুবিধে হয় না। ভীমের চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবরাজ ভট্টাচার্য। অভিযুক্ত কর্মচারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সত্যম ভট্টাচার্য। অচিন্ত্য আইচের প্রতিপক্ষ আইনজীবীর চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সোহিনী সেনগুপ্ত। এমন একটা আইনি লড়াই নারী বনাম পুরুষ হয়ে উঠতেই পারত, যেখানে অচিন্ত্য আইচ জিতে গেলে পুরুষের জয়— এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরি হতে পারত। কিন্তু সেটা হয়নি। পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সবকিছু সুন্দরভাবে সামলেছেন। অচিন্ত্য আইচের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে দেখা গেছে দুলাল লাহিড়ী, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, সোমক ঘোষ, রূপাঞ্জনা মিত্র, অনন্যা গুহ প্রমুখকে। আঁটোসাঁটো চিত্রনাট্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ গল্পকে চমৎকার বেঁধেছে। সবমিলিয়ে সিরিজটি দেখার মতো। পেয়েছে দর্শক এবং সমালোচকের প্রশংসা।

দ্য ট্রায়াল : প্যার, কানুন, ধোখা ২

মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ট্রায়াল : প্যার, কানুন, ধোখা ২'-এর ট্রেলার। কাজল এবং যীশু সেনগুপ্ত ফিরছেন উচ্চ-স্তরের আইনি ও রাজনৈতিক গল্পে। তীব্র নাটকীয়তায় মোড়া এই ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে কাজল অভিনীত চরিত্র আইনজীবী নয়নিকা সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত এবং পেশাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে, আবেদন করেন বিবাহবিচ্ছেদের।

সম্পর্কের পাশাপাশি এখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অভ্যন্তরীণ আইন সংস্থার দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছে। ট্রেলারটি দর্শকদের নয়নিকার জীবনের এক উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের আভাস দেয়। তিনি তাঁর স্বামী রাজীব-এর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন। আবার উল্টোদিকে রাজীব অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের সামান্য টাল খাওয়া রাজনৈতিক ক্যারিয়ার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নয়নিকার সাহায্য চান। রাজীবের চরিত্রে অভিনয় করছেন যীশু সেনগুপ্ত। তাঁর

নির্মম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণী ঢোলের চরিত্রে সোনালী কুলকার্নির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। নারায়ণী এমন এক নারী, যিনি জয়ের জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারেন।

এদিকে, নয়নিকা তাঁর আইন সংস্থার ভেতরেও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, যেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রকাশ পেতে শুরু করে। শিবা চাড্ডা অভিনীত চরিত্র মালিনী খান্না নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য লড়াই করছেন, অন্যদিকে অ্যালি খান অভিনীত চরিত্র অগ্নিশিখা বিশাল নতুনভাবে জেগে ওঠেন এবং অমীমাংসিত আবেগকে উসকে দেন।

এই সিরিজটি প্রশংসিত আমেরিকান সিরিজ 'দ্য গুড ওয়াইফ'-এর ভারতীয় রূপান্তর, যা মূলত সিবিএসে প্রচারিত হয়েছিল। সিজন ১-এর সাফল্যের পর, ভক্তরা সিজন ২-এর অপেক্ষায় ছিলেন। এবাররের কাহিনি আরও ঘটনাবহুল হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। ট্রেলারটি এমন একটি আকর্ষণীয় গল্পের ইঙ্গিত দেয় যেখানে ব্যক্তিগত জীবন জনসাধারণের ক্ষমতার লড়াইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ন্যায়বিচার সহজবোধ্য নয়। শক্তিশালী অভিনয় এবং স্তরবদ্ধ কাহিনির মাধ্যমে, 'দ্য ট্রায়াল : প্যার, কানুন, ধোখা ২' তার ভালবাসা, আইন এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে। ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জিও-হটস্টারে ওয়েব সিরিজের নতুন সিজনটির প্রিমিয়ার হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দলকে তুলতে ব্যর্থ। কোচ হোসে মোরিনহোকে ছাঁটাই করল তুরস্কের ক্লাব ফেনারবাখ

দর্শক ফেডেরার, বিশ্ব মিটে উন্নতি চান নীরজ

জুরিখ, ২৯ অগাস্ট : সাম্প্রতিককালে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবারই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছেন। মরশুম শুরুর দোহা ডায়মন্ড লিগ থেকে জুরিখে ফাইনাল, নীরজ চোপড়ার পথের কাঁটা সেই ওয়েবার। তবে 'বন্ধু'র সাফল্যকে কৃতিত্ব দিয়েও নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। জুরিখে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে গ্যালারিতে ছিলেন টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার। অতীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল নীরজের। সুই মাস্টার র‍্যা কেট উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। পাল্টা নীরজ উপহার দিয়েছিলেন তাঁর এশিয়ান গেমসের জার্সি। এদিন ফেডেরারের উপস্থিতিও ভারতীয় সুপারস্টারের 'সোনার ভাগ্য' ফেরাতে পারেনি।

তিন বছর আগে জুরিখেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ। এদিন ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে শেষ রাউন্ডে নিজের সেরাটা দিয়েও সোনার রাত ফেরাতে পারেননি। দিনটা নীরজের ছিল না। ওয়েবার দানবীয় থ্রো করে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে নীরজকে। ইভেন্টের পর ভারতীয় তারকা বলেছেন, টাইমিং আমার এদিন ভাল ছিল না। রান-আপও ঠিকঠাক ছিল না। কিছু একটা আমি মিস করেছি। টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আগামী মাসে। তার আগে তিন সপ্তাহ সময় পাব নিজের ভুল সংশোধন করে নেওয়ার। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।

জোড়া অলিম্পিক পদক জয়ী নীরজ চলতি মরশুমের শুরুতেই দোহায় কেরিয়ারের সেরা থ্রো করে ৯০ মিটারের উপর জ্যাভলিন ছুঁড়েছিলেন। এরপর ৯০-এর ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। নীরজ বলছেন, এখানে খুব খারাপ ফল নয়। কিন্তু আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খুব কাছে চলে এসেছি। আমাকে আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। কিছু জিনিস ভাল হয়েছে, কিন্তু কিছু জিনিস ভাল হয়নি। শেষ রাউন্ডে ৮৫ মিটার থ্রো করেছি। আমাকে এখন টাইমিং ভাল করতে হবে।

ভুল শুধরে নিতে চান নীরজ।

ব্র্যাডম্যানের টুপির দাম আড়াই কোটি

ক্যানবেরা, ২৯ অগাস্ট : স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ১১৭তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর 'ব্যাগি গ্রিন' টুপি বিক্রি হয়ে গেল ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই কোটিরও বেশি দামে। ১৯৪৬-'৪৭ অ্যাশেজ সিরিজে এই টুপি পরেই খেলেছিলেন অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তি। ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ অস্ট্রেলীয় ডলারে যা কিনে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর। সেই সিরিজে ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে ঘরের মাঠে পাঁচ টেস্টের সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ৮ ইনিংসে ৯৭.১৪ গড়ে সর্বোচ্চ ৬৮০ রান করেছিলেন স্যার ডন। ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরে ডনের সেই 'ব্যাগি গ্রিন' টুপি এখন শোভা পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার শিল্পমন্ত্রী টোনি বার্ক বলেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এই টুপি সংরক্ষিত থাকবে। স্যার ডন ব্র্যাডম্যান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার।

৫ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলা ম্যাচ

দেশের মাটিতে বিদায়ী ম্যাচের ইঙ্গিত মেসির

মায়ামি, ২৯ অগাস্ট : আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেননি লিওনেল মেসি। নীল-সাদা জার্সিতে আগামী বছর বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবেন কি না, তাও স্পষ্ট করেননি। তবে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেশের মাটিতে যে সম্ভাব্য শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন মেসি। সেদিন বুয়েনোস আইরেসে মেসিদের প্রতিপক্ষ ভেনেজুয়েলা।

দু'দিন আগেই জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে লিগস কাপের ফাইনালে তুলেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এরপরই মেসির ভাবনায় ঢুকে পড়েছে ভেনেজুয়েলা ম্যাচ। এক সাক্ষাৎকারে ৩৮ বছর বয়সি মহাতারকা বলেছেন, এটা আমার কাছে বিশেষ ম্যাচ। আমরা বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছি। কিন্তু এই ম্যাচের গুরুত্ব আমার কাছে আলাদা। কারণ, বাছাইপর্বে ঘরের মাঠে এটাই শেষ ম্যাচ।

এর পরেই মেসি যোগ করেন, জানি না ভেনেজুয়েলা ম্যাচের পর আর কোনও ফিফা ফ্রেন্ডলি বা অন্য কোনও ম্যাচ দেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পাব কি না! তাই এই ম্যাচের সময় আমার পরিবার সেখানে থাকবে। আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা ও ভাইবোনেরা থাকবেন। এরপর কী হবে, জানি না।

মেসির এই বক্তব্যের পর দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা কনমেবল আর দেরি না করে তাদের এক্স হ্যান্ডলে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের জার্সি পরা এলএম টেনের একটি ছবি পোস্ট করে। ক্যাপশনে ইংরেজিতে লেখা, 'হেয়ার কামস দ্য লাস্ট ডান্স'। অর্থাৎ ঘরের মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচটি এগিয়ে আসছে। মেসির সম্ভাব্য বিদায়ী ম্যাচের সুবিধা নিতে টিকিটের দামও বাড়িয়ে দিয়েছে এএফএ।

ভেনেজুয়েলা দ্বৈরথের পর ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ আর্জেন্টিনার। ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড থেকে এদিন ২৯ জনের স্কোয়াড চূড়ান্ত করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। বাদ পড়েছেন অ্যাঞ্জেল কোরেয়া এবং ফাকুন্দো মেদিনা।

এগোলেন সিনার, ডাবলসে ভেনাসও

নিউ ইয়র্ক, ২৯ অগাস্ট : ইউএস ওপেনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনারের দৌড় অব্যাহত। অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছরের তরুণ অ্যালেক্সি পোপিরিনকে যে দাপটে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন ইতালীয় তারকা, তাতে ফাইনাল পর্যন্ত এই ছন্দ ধরে না রাখতে পারাটাই হবে আশ্চর্যের। স্ট্রেট সেটে সিনার জিতলেন ৬-৩, ৬-২, ৬-২ ফলে। চলতি বছরে হার্ড কোর্টে এই নিয়ে টানা ২৩টি ম্যাচ জিতলেন এবং মেজর টুর্নামেন্টে হার্ড কোর্টে প্রথম ৫০ ম্যাচে ৪১-৯ জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যানে স্পর্শ করলেন রজার ফেডেরারের রেকর্ড।

সিনারের জয়ের দিন প্রত্যাশামতোই ফ্ল্যাশিং মিডোয় ছেলে ও মেয়েদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন আলেকজান্ডার জেরেভ, আন্দ্রে রুবলেভ, কোকো গফ এবং নাওমি ওসাকা। মহিলাদের ডাবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভেনাস উইলিয়ামস। কানাডার লেইলা ফার্নান্ডেজকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম রাউন্ডের বাধা পেরোলেন মার্কিন টেনিস তারকা। বোন সেরেনাকে নিয়ে ১৪টি মেজর খেতাব জিতেছেন ভেনাস। ২০১৪-র পর প্রথম কোনও ডাবলস ম্যাচ জিতলেন ভেনাস। তাও আবার সঙ্গী সেরেনাকে ছাড়াই।

মেয়েদের সিঙ্গলসে এগোলেন বাছাই তারকারা। দু'বছর আগে ইউএস ওপেন জয়ী গফ ৭-৬ (৭-৫), ৬-২ গেমে হারালেন ক্রোয়েশিয়ার ডোনা ভেডিচকে। প্রথম সেট লড়াই করে জিতেও তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন গফ। গ্যালারিতে ছিলেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন কিংবদন্তি মার্কিন জিমন্যাস্ট সিমোনা বাইলস। ম্যাচ জিতে অশ্রুসজল চোখে গফ বললেন, আমার অনুপ্রেরণা বাইলস। গ্যালারিতে তাকে দেখেই আমি উজ্জীবিত হয়েছি। তাই চাপে পড়েও প্রথম সেট জিতে নিয়েছি।

এদিকে ইউএস ওপেনে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার স্তেফানো সিসিপাসের বাবা ছেলের ম্যাচ চলাকালীন কোর্টের বাইরে থেকে কোচিং করিয়ে সতর্কিত হলেন। টেনিসে যা নিয়মবহির্ভূত।

১১ বছর পর প্রথম ডাবলস ম্যাচে জয়। উচ্ছ্বাস ভেনাসের। (ডানদিকে) সিনার। নজর পরের ধাপে।

ললিত-ক্লার্ককে তোপ শ্রীশান্তের স্ত্রীর

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : মাইকেল ক্লার্কের বিয়ন্ড ২৩ ক্রিকেট পডকাস্ট-এ ললিত মোদি ১৭ বছর আগেকার স্ল্যাপগেট-কান্ড টেনে এনেছিলেন। ২০০৮-এর আইপিএল ম্যাচে হরভজন চড় মেরেছিলেন শ্রীশান্তকে। অনুষ্ঠানে আনসিন ফুটেজ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। এবার তা নিয়ে প্রাক্তন আইপিএল চেয়ারম্যান ললিতকে একহাত নিয়েছেন শ্রীশান্তের স্ত্রী ভুবনেশ্বরী। সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আপনারা মানুষ নন, কারণ স্বস্তা প্রচারের জন্য ২০০৮-এর ঘটনা টেনে এনেছেন। শ্রীশান্ত ও হরভজন সেই ঘটনা পিছনে ফেলে এসেছে। এখন ওরা স্কুল পড়ুয়া সন্তানের বাবা। তাও আপনারা পুরনো ক্ষত ফেরত এনেছেন। এটা হতাশজনক, হৃদয়হীন ও অমানবিক কাজ। তিনি লিখেছেন শ্রীশান্ত জীবনযুদ্ধে লড়াই করে সবকিছু পিছনে ফেলে এসেছে। ওর স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসাবে এসব দেখা যন্ত্রনাদায়ক। ভুলে যাওয়া যন্ত্রনা ফিরিয়ে আনা হয়েছে ভিউ পাওয়ার চেষ্টায়। তবে এইসব ভিডিও শ্রীশান্তের ডিগনিটি নষ্ট করতে পারবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৬৪তম সুব্রত মুখার্জি কাপে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে রানার্স বাংলার কন্যাশ্রীদের অভ্যর্থনা জানায় রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর

মাঠে ময়দানে

30 August, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩০ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

জয় দিয়ে শুরু খালিদ জমানা

ভারত : ২ (আনোয়ার, সন্দেশ) তাজিকিস্তান : ১ (সামিয়েভ)

প্রতিবেদন : প্রথম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ খালিদ জামিল। জয় দিয়ে শুরু ভারতীয় ফুটবলে খালিদ যুগ। কাফা নেশনস কাপে ধারে ভারে কিছুটা এগিয়ে থাকা তাজিকিস্তানকে ২-১ গোলে হারাল ভারত।

২০০৮-এর পর তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়, তাও আবার তাদেরই ডেরায় ভারতীয় ফুটবলের চরম সংকটের মুহূর্তে। শুরু থেকে আগ্রাসী ফুটবল খেলে ম্যাচের ১৩ মিনিটের মধ্যে দুই ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ও সন্দেশ ঝিঙ্গানের গোলে এগিয়ে যায় খালিদের দল। তাজিকরা লড়াইয়েও ফেরে। কিন্তু গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু তাঁর কামব্যাক ম্যাচে পেনাল্টি বাঁচিয়ে ও একাধিকবার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভারতের জয়ের নায়ক।

পেনাল্টি বাঁচাচ্ছেন গুরপ্রীত।

মোহনবাগানের কোনও ফুটবলারকে দলে পাননি। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই ৪-৪-১-১ ফর্মেশনে পরিকল্পনা অনুযায়ী দল নামিয়ে বাজিমাত করলেন খালিদ। শুরুতেই ০-২ পিছিয়ে পড়ে ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের (১৩৩) থেকে ২৭ ধাপ এগিয়ে থাকা তাজিকিস্তান (১০৬) লড়াইয়ে ফেরে। ২৩ মিনিটে এক গোল শোধ করেন সামিয়েভ। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে তাজিকিস্তান। কিন্তু তিন কাঠির নিচে দুর্ভেদ্য ছিলেন গুরপ্রীত। ৭২ মিনিটে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পেনাল্টি বাঁচান। পরপর আরও কয়েকটি সেভ করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন গুরপ্রীত। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের ইরফান, মহেশরাও সুযোগ নষ্ট করেন। **সাফ সেরা মেয়েরা :** অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ভারত। শুক্রবার থিম্পুতে নেপালকে ৫-০ গোলে হারাল ভারতের মেয়েরা। এক ম্যাচ হাতে রেখেই যুব সাফে চ্যাম্পিয়ন ভারত। পার্ল ফার্নান্ডেজ ও দিব্যানী লিন্ডা জোড়া গোল করে। একটি গোল নিরার।

নরহরিদের আজ ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষা

প্রতিবেদন : ডুরান্ড কাপ ফাইনালের পর কলকাতা লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছেও হারতে হয়েছে ডায়মন্ড হারবারকে। লিগে অবশ্য জুনিয়র ফুটবলারদেরই খেলাচ্ছে ডায়মন্ড। কিবু ভিকুনার পরামর্শ মেনে কলকাতা লিগে কোচিং করাচ্ছেন দীপাঙ্কুর শর্মা। তবে শনিবার লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে মূল দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়রদের নিয়েই দল সাজাবেন ডায়মন্ড হারবার কোচ। নরহরি শ্রেষ্ঠা, গিরিক খোসলাদের সামনে আসোস রেনবো। ম্যাচ কল্যাণীতে দুপুর ৩টে থেকে।

কলকাতা লিগে সুপার সিক্সে ওঠাই এখন পাখির চোখ ডায়মন্ড হারবারের। ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে তারা। বাকি তিন ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য কিবুর দলের। তাই শনিবার রেনবোর বিরুদ্ধে ম্যাচে ডায়মন্ডের প্রথম একাদশে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন নিশ্চিত। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে হারের পর ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চিফ কোচ কিবু ভিকুনার সঙ্গে আলোচনা করেছে ম্যানেজমেন্ট। আলোচনায় ঠিক হয়, কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে মূল দলের কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হবে বাকি ম্যাচগুলিতে। আই লিগের আগে কোনও টুর্নামেন্ট আপাতত নেই। তাই ফুটবলাদের গেম টাইম দিতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। রেনবোর বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ডায়মন্ড হারবার টিমে কিছু চোট আঘাত ও কার্ড সমস্যা রয়েছে। তবে কোচ দীপাঙ্কুর মনে করেন, টিমে বিকল্প থাকায় সমস্যা হবে না। দলের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার জবি জাস্টিনের বিয়ে। তাই তাঁকে পাওয়া যাবে না।

ধ্যানচাঁদ ১২০

শুক্রবার হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের ১২০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও বিশিষ্টরা।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানাল হাইকোর্ট ক্লাব। শুক্রবার বিকেলের এই অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক-সহ উপস্থিত ছিলেন অনেকেই।

ক্লাবদের আশ্বাস এফএসডিএলের

প্রতিবেদন : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের মার্কেটিং পার্টনার হিসেবে আইএসএলের আয়োজক স্বত্ব আপাতত ছেড়ে দিতে চাইলেও ভারতীয় ফুটবল থেকে সরে যাবে না রিলায়েন্স। এফএসডিএল আইএসএল চালাতে নতুন করে টেন্ডার ডাকার জন্য ফেডারেশনকে বললেও বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল মিটিং করে লিগের গত ১১ বছরের আয়োজকরা ক্লাবগুলোকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, তারা ভারতীয় ফুটবল থেকে দূরে থাকবে না। অর্থাৎ সোমবার আইএসএল এবং নতুন গঠনতন্ত্র নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সম্ভাব্য রায়ের পর অনেক নাটক বাকি থাকছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল-সহ আইএসএলের সব ক্লাবকে নিয়ে ৪০ মিনিটের ভার্চুয়াল মিটিংয়ে এফএসডিএল কর্তাদের বক্তব্য শুনে আশ্বস্ত হয়েছে ক্লাবগুলো। এক ক্লাব কর্তা বলছেন, রিলায়েন্স দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় ফুটবলের পাশে থেকেছে। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে আইএসএল চালুর মাধ্যমে দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। আশা করি, টেন্ডার প্রক্রিয়া চালু হলে এফএসডিএল বরাবরের মতো ভারতীয় ফুটবলকে গাইড করবে। আয়োজক স্বত্ব ছেড়ে ছেড়ে টেন্ডার ডাকার প্রস্তাব দিলেও এফএসডিএল সেই টেন্ডারে অংশ নেবে কি না, তা পরিষ্কার নয়।

চার বলে ৪ উইকেট আকিবের

দলীপে পিছিয়ে পড়ল পূর্বাঞ্চল

প্রতিবেদন, ২৯ অগাস্ট : বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় দিনে মহম্মদ শামি আর কোনও উইকেট পেলেন না। উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংসে তাঁর বোলিং গড় দাঁড়াল ২৩-৪-১০০-১। উত্তরাঞ্চল করেছে ৪০৫ রান। সবথেকে বেশি রান কানহাইয়া ওয়াধাবনের ৭৬। পূর্বাঞ্চলের বোলারদের মধ্যে বেশি উইকেট নিয়েছেন স্পিনার মনীষী। তাঁর বোলিং গড় ২২.২-২-১১১-৬। মুকেশ উইকেট পাননি। পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংসে ২৩০ রান করে ১৭৫ রানে পিছিয়ে আছে।

আগেরদিন ১৭ ওভার হাত ঘুরিয়েছিলেন শামি। তাতে পেয়েছিলেন একটি উইকেট। এদিন তিনি আরও ৬ ওভার বল করেছেন। তবে উইকেট পাননি। এই ম্যাচে শামির দিকে নজর রয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের। দুদিনে ২৩ ওভার বল করে তিনি ফিটনেসের প্রমাণ দিয়েছেন। উত্তরাঞ্চলের ইনিংসে প্রথম দুটি স্পেলে শামি কিছুটা আগোছালো বল করলেও পরে নিজেকে ফিরে পান। তবে তার থেকেও বড় কথা হল তিনি লম্বা স্পেলে বল করতে পেরেছেন। ঠিক এটাই দেখতে চেয়েছিলেন নির্বাচকরা। উত্তরাঞ্চলের ইনিংসে পরের দিকে আকিব নবি দার ৪৪ রান করেছেন। তবে তার আগে বল হাতে জম্মু ও কাশ্মীরের এই বোলার এদিন বড় ঘটনা ঘটিয়েছেন। তিনি শুধু হ্যাটট্রিক করে থামেননি, চার বলে চারটি উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে আকিবের সংগ্রহ ২৮ রানে ৫ উইকেট। ভারতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চার বলে চার উইকেট এর আগে চারবার হয়েছে। এদিন পূর্বাঞ্চলের ইনিংসে সবথেকে বেশি রান করেছেন বিরাট সিং, ৬৯। অধিনায়ক রিয়ান পরাগ করেন ৩৯ রান। শামির সংগ্রহ ১ রান। উত্তরের বোলারদের মধ্যে আকিব ছাড়া হর্ষিত রানা দুটি ও অর্শদীপ সিং একটি উইকেট নিয়েছেন। শুক্রবার অন্য ম্যাচে মধ্যাঞ্চল প্রথম দফায় ৫৩২-৪ তুলে ইনিংস ঘোষণা করে দিয়েছে। জবাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রান ১৬৮-৭। বিদর্ভের দানীশ মালেওয়ার ২০৩ রান করেছেন।

সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল, চোট কাঁটা মোহনবাগানে

ডেভিডের গোলের উচ্ছ্বাস।

প্রতিবেদন : গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ দাপটে জিতে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের সুপার সিক্সে উঠল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে কালীঘাট মিলন সংঘকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষে থেকেই সুপার সিক্সে খেলতে নামবে বিনো জর্জের দল। ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের। দুই মিজো ফুটবলার ডেভিড লাললানসাঙ্গা এবং গুইতে ভানলালপেকা লাল-হলুদের জয়ের নায়ক। দু'জনে একটি করে গোল করেন। অপর গোলদাতা শ্যামল বেসরা।

এদিন কোনও ঝুঁকি না নিয়ে বেশ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড় রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। ২৫ মিনিটে দুর্দান্ত একটি মুভ থেকে গোল তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। গোল করেন ডেভিড। ৫৩ মিনিটে গুইতের গোলে ব্যবধান বাড়ায় বিনোর দল। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমায় কালীঘাট। পরিবর্ত দেবদত্ত ইস্টবেঙ্গলের জালে বল জড়ান। শেষ পর্যন্ত ৮৭ মিনিটে শ্যামলের দূরপাল্লার শটে গোল ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করে। ইস্টবেঙ্গল লিগের সুপার সিক্সে পৌঁছলেও মোহনবাগানের পরের রাউন্ডে খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। তবু শনিবার পাঠচক্রের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই নামবে মোহনবাগান। দলে চোট সমস্যা রয়েছে। এসিএলে অভিযান শুরুর আগে চোট ও ফিটনেস সমস্যা রয়েছে বাগানের সিনিয়র দলেও।

মাঠে ময়দানে

30 August, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কার বলে ছক্কা মারতে ভাল লাগে? এই প্রশ্নের জবাবে রোহিত শর্মা বললেন, যাকে পাব তাকে মারব! আমি এটা ভেবেই মাঠে নামি

১৩ সেপ্টেম্বর ফিটনেস টেস্ট রোহিতের

কানপুরে এ ম্যাচে দেখা যেতে পারে বিরাটকেও

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : রোহিত শর্মা শেষবার ভারতের হয়ে খেলেছেন গত মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। আবার তাঁর গায়ে নিল জার্সি উঠতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে। তার আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে খেলতে পারেন ভারতের ওয়ান ডে অধিনায়ক। কিন্তু তার আগে ১৩ সেপ্টেম্বর রোহিতকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ একসেলেন্স-এ ফিটনেস টেস্টের জন্য ডাকা হয়েছে। আগে ঠিক ছিল তিনি ৩০-৩১ অগাস্ট বেঙ্গালুরুতে আসবেন। এখন সেটা ১৩ সেপ্টেম্বর হয়েছে।

রোহিত শুধু ফিটনেস টেস্ট দেবেন না, দু-তিনদিন সেন্টার অফ একসেলেন্স-এ প্র্যাকটিসে থাকবেন। যাতে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে খেলার আগে তৈরি হয়ে যেতে পারেন। সেন্টার অফ একসেলেন্স-এর ‘এ’ মাঠে যেহেতু দলীপের ম্যাচ চলছে, রোহিতকে তাই হয়তো প্রস্তুতির জন্য অন্য মাঠে যেতে হবে। টেস্ট ও টি ২০ ফর্ম্যাট থেকে অবসর নেওয়ার পর হিটম্যান এখন শুধু ৫০ ওভারের ক্রিকেটে রয়েছেন। ২০২৭ বিশ্বকাপে তিনি খেলতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

এদিকে, রোহিতের মতো হয়তো ইয়ো ইয়ো টেস্ট বা ব্রঙ্কো টেস্ট দিতে হবে না বিরাট কোহলিকে। কিন্তু তিনিও প্রস্তুতির জন্য অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে খেলতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। কানপুরে এই তিনটি ম্যাচ হবে আগামী মাসে। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ পারথে ১৯ অক্টোবর। বিরাট বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন। সেখানেই তিনি প্রস্তুতি শুরু করেছেন। একইভাবে রোহিতকেও মুম্বইয়ে অভিষেক নায়ারের ক্যাম্পে প্র্যাকটিস করতে দেখা গিয়েছে।

আইপিএল-বিদায়, খেলবেন বিদেশি লিগে

ধোনিকে দেখেই বুঝলাম আমি পারব না : অশ্বিন

চেন্নাই, ২৯ অগাস্ট : টেস্ট ক্রিকেট থেকে আচমকা অবসর নিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বুকে টেস্ট সিরিজের মাঝে এই সিদ্ধান্ত। সেটা ২০২৪-এর ডিসেম্বরে। এবার আইপিএল থেকেও হঠাৎ সরে গেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে।

টেস্ট অবসরের পর অশ্বিন বলেছিলেন, এখনও আমার মধ্যে কিছু ক্রিকেট অবশিষ্ট আছে। তাই আইপিএল চালিয়ে যাব। কিন্তু যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, সেই সিএসকে থেকেই তিনি বিদায়বার্তা দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। কেন এমন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত? প্রাক্তন অফস্পিনার তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। ইউটিউবে এক ভিডিওতে অশ্বিন জানিয়েছেন, তিনি আর আইপিএল খেলার তাগিদ অনুভব করছেন না। আইপিএলের জন্য যে পরিশ্রম করতে হয় সেটা এই বয়সে আর সম্ভব নয়।

তবে তিনি যাই বলুন আইপিএলের মিনি নিলামে সিএসকে তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে বা বিক্রি করে দিতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল। অশ্বিনের সিদ্ধান্ত তার কারণ বলেও মনে করা হচ্ছে। অশ্বিন অবশ্য আইপিএল অবসরের কারণ হিসাবে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথাও টেনে এনেছেন। তিনি বলেন, আমি পরের বছর আইপিএল খেলা যায় কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু তার জন্য তিন মাস পরিশ্রম করাটা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার আমার জন্য। এই ভাবনাটা আমার ধোনিকে দেখে হয়েছে। তিন মাসের ক্রিকেট কম নয়। প্রচুর ট্র্যাভেল, ম্যাচ। রিকভার করার সময় হয় না। অশ্বিন তাহলে কী করবেন? তিনি গ্লোবাল টি ২০ লিগে খেলবেন। কারও নাম করেননি, তবে জানিয়েছেন এক টুর্নামেন্টে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া শর্তসাপেক্ষে কোচিংয়েও আসতে পারেন।

বিনির বিদায়, বোর্ডে এবার নতুন সভাপতি

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : ২৯ সেপ্টেম্বরের বিসিসিআই-এর বার্ষিক সাধারণ সভা কি পিছিয়ে যাচ্ছে? লোধা আইন মেনে বোর্ড এবং রাজ্য সংস্থাগুলোর নির্বাচন হবে, নাকি জাতীয় ক্রীড়া আইনকেই মান্যতা দিয়ে হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর না মিললেও জানা গিয়েছে, লোধা আইনের শর্ত হিসেবে বয়স ৭০ পেরিয়ে যাওয়ায় ভারতীয় বোর্ডের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রজার বিনি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যেই বোর্ড প্রধানের অন্তর্বর্তী দায়িত্ব নিয়েছেন রাজীব শুক্লা। যিনি এখন বিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি। গত বুধবার রাজীবের নেতৃত্বেই বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক হয়েছে বলে খবর।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে বোর্ড সভাপতি হয়েছিলেন বিনি। গত ১৯ জুলাই তাঁর বয়স ৭০ পেরিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের লোধা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সত্তোরোর্ধ্ব কেউ ক্রিকেট প্রশাসনে থাকতে পারেন না। তাই তিন বছরের মেয়াদ পূর্ণ করার আগেই সরে গিয়েছেন বিনি। কিন্তু সদ্য পাশ-হওয়া জাতীয় ক্রীড়া আইন অনুযায়ী ৭৫ বছর হল প্রশাসনে থাকার জন্য পদাধিকারী ও অফিস বেয়ারারদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা। এখন ক্রীড়া আইন মেনে নির্বাচন হলে বিনি নতুন করে সভাপতি পদে লড়াইয়ের ময়দানে নামার যোগ্যতামান অর্জন করবেন। সূত্রের খবর, আগামী মাসের বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত বোর্ডের অন্তর্বর্তী দায়িত্ব সামলাবেন ৬৫ বছরের রাজীব শুক্লা। বোর্ডের আইনজ্ঞরা জাতীয় ক্রীড়া আইন খতিয়ে দেখছে। এক আধিকারিক বলেছেন, সবে ক্রীড়া বিল আইনে পরিণত হয়েছে। আমাদের পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হরমনপ্রীতের হ্যাটট্রিক, চিনকে হারাল ভারত

রাজগিরে এশিয়া কাপ হকিতে চিনের বিরুদ্ধে গোল হরমনপ্রীতের। শুক্রবার।

রাজগির, ২৯ অগাস্ট : হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের ১২০তম জন্মদিনে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখল রাজগির। ভারত বনাম চিনের ম্যাচে মোট ৭টি গোল হয়েছে। বিহার স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হকি স্টেডিয়ামে এটাই ছিল এশিয়া কাপ ২০২৫-এ ভারতের প্রথম ম্যাচ। তাতে হ্যাটট্রিক করে নায়ক হলেন হরমনপ্রীত সিং। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে ভারত ৪-৩ গোলে হারিয়েছে চিনকে।

তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের জন্য এই টুর্নামেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। আট দলের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলে হরমনপ্রীতরা সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবেন। এদিন খেলার শুরুতেই গোল করে ডু শিহাও চিনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পেনাল্টি কর্নার থেকে সেই গোল শোধ করে দেন যুগরাজ সিং। পরের তিনটি গোল হরমনপ্রীতের। একটা সময় ৩-১ গোলে এগিয়েছিল ভারত। কিন্তু থার্ড কোয়ার্টারে ৩-৩ করে দিয়েছিলেন গাও গিশেং। এরপর চতুর্থ কোয়ার্টারে হরমনপ্রীত শুধু হ্যাটট্রিক করেননি, দলকেও ৪-১ গোলে এগিয়ে দেন। খেলার শেষপর্যন্ত এই ফলই বজায় থেকেছে। পুল এ-তে ভারত, চিন ছাড়াও রয়েছে জাপান ও কাজাখস্থান। ভারতের পরের দুটি ম্যাচ রবি ও সোমবার জাপান ও কাজাখস্থানের বিরুদ্ধে। তবে শুক্রবার প্রথম ম্যাচ জিতে ভাল শুরু করেছেন হরমনপ্রীতরা।

শুক্রবারের বাকি দুটি ম্যাচের একটিতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া ৭-০ গোলে চাইনিজ তাইপেকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন দাইন সন। অন্য ম্যাচে মালয়েশিয়া ৪-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। ১৬ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে আশরাফুল ইসলাম গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ব র‍্যা ঙ্কিংয়ে ১২ নম্বরে থাকা মালয়েশিয়া এরপর চারটি গোল করে জয় হাসিল করে নিয়েছে। চারটি পেনাল্টি কর্নার থেকে একটি মাত্র গোল করলেও খেলায় দাপট ছিল মালয়েশিয়ারই।

লড়েও বিদায় সিন্ধুর

প্যারিস, ২৯ অগাস্ট : ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ পদক অধরাই থেকে গেল পি ভি সিন্ধুর। টুর্নামেন্টে দারুণ ছন্দে থাকলেও কোয়ার্টার ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হল জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকার। শুক্রবার প্যারিসে শেষ আটের লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির বিরুদ্ধে তিন গেমের হাড্ডহাড্ডি লড়াইয়ে সিন্ধু হারলেন ১৪-২১, ২১-১৩, ১৬-২১ ফলে।

বিশ্বের দু’নম্বর চিনা তারকাকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন সিন্ধু। ভারতীয় সমর্থকদের আশা ছিল সিন্ধু ষষ্ঠ পদকের লক্ষ্যে আরও এগোবেন। কিন্তু ৬৪ মিনিটের লড়াইয়ে প্রথম গেমে পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয় গেমে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেও শেষে বিশ্বের ন’নম্বর ওয়ারদানির শক্তির কাছে হার মানেন সিন্ধু। শুরু থেকেই ছন্দ হাতড়ে বেরিয়েছেন ভারতীয় তারকা। দাপট দেখিয়ে প্রথম গেম ১৪-২১ জিতে নিয়েছেন ওয়ারদানি। দ্বিতীয় গেমে পাল্টা আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করে ২১-১৩ ফলে জিতে সমতা ফেরালেও নির্ণায়ক গেমে একের পর এক ভুল শট খেলে এবং জাজমেন্টে ভুল করে ম্যাচ হেরে যান সিন্ধু। ২০১৯ সালে শেষবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। এরপর শুধুই হতাশা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

30 August, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৩০ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

বর্ষার বারোমাস্যা

ইদানীং ঘরে-বাইরে টেকা দায়। একে রোজ বৃষ্টি আবার অনুষঙ্গে ঘন ঘন নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্ত। বর্ষা যেন গিয়েও যাচ্ছে না। কাদা, জমা জল, ভিজে ঘাম, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, আধশুকনো জামাকাপড়, পোকামাকড়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ বাড়ির গৃহিণীরা। সঙ্গে রয়েছে অসুখ-বিসুখেরও ভয়। কারণ ছোট থেকে বড়, বুড়ো, বাড়ির সবার দায়িত্ব তো তারই। কী করবেন রইল তার ঘরোয়া সমাধান। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

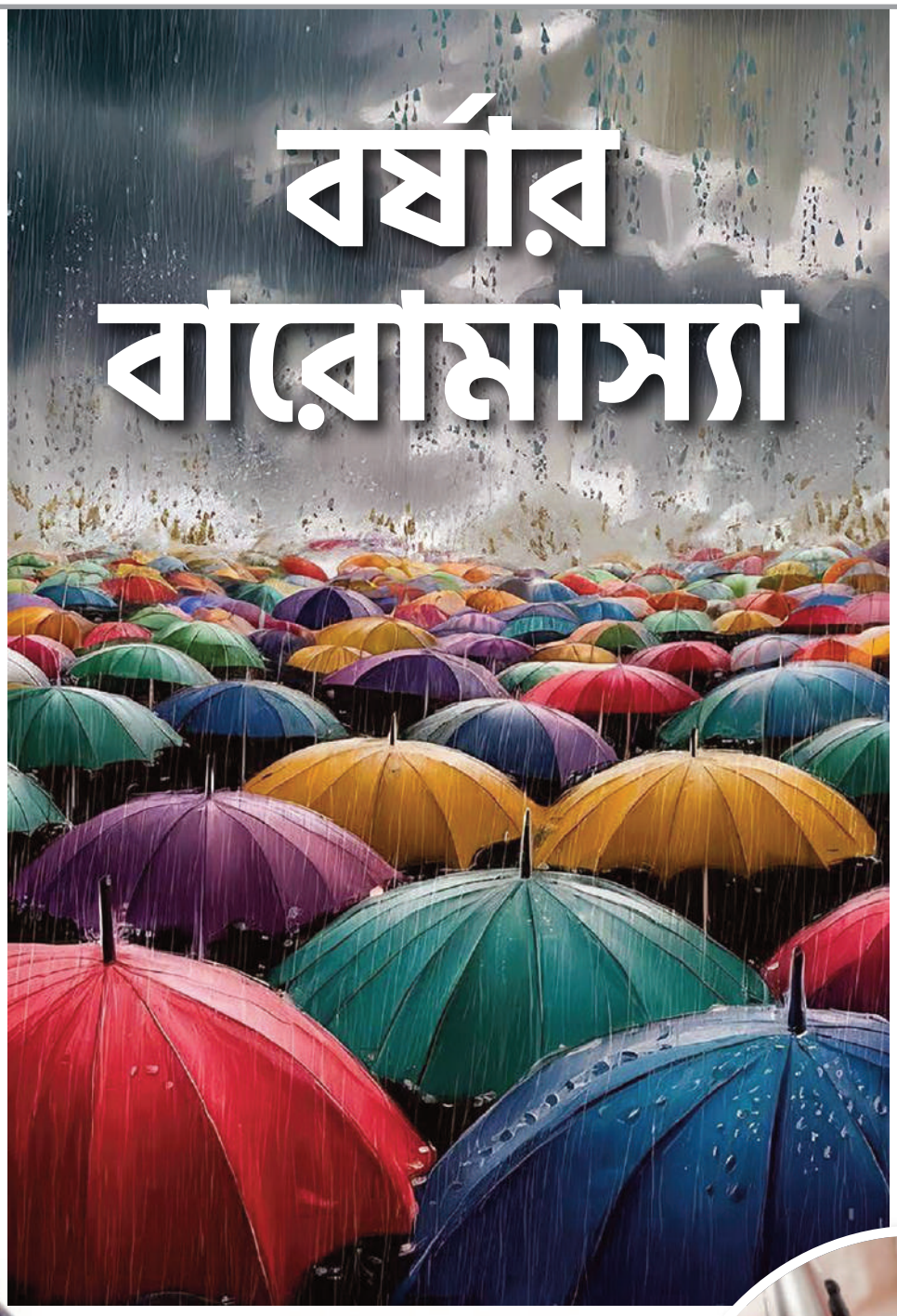

বর্ষা যেন এবছর নাছোড় বান্দা হয়ে উঠেছে। পণ করেছে কিছুতেই যাবে না। একে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি, তার ওপর দোসর ছোট-বড় নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্ত। বৃষ্টির দামালপনায় ঘর-বাড়ি-বাইরে নাজেহাল অবস্থা, সেই সঙ্গে গরমের নেই খামতি। এমতাবস্থায় সবচেয়ে করুণ দশা হয় বাড়ির গৃহিণীদের। বাড়িতে থাকুন বা চাকরিরতা হন, তাঁরা সকলেই আদতে হোমমেকারই। ফলে সব দায় এবং দায়িত্ব তাঁদেরই। সকালে উঠে কাচা কাপড় শুকোতে দেওয়া থেকে, ঘরদোরের যত্ন-আত্তি, সেই সঙ্গে এমন বেপরোয়া আবহাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের খাওয়াদাওয়া এবং শরীর স্বাস্থ্যের, অসুখবিসুখের দেখভাল সবের শেষকথা গৃহিণীরাই। সমাধান বলুন বা উপচার, তাঁদের হাতেই।

ঝড় হোক বা বৃষ্টি, রেনি ডে তো কবেই উঠে গেছে। এখন কচিকাঁচাদের স্কুল ছুটির কোনও উপায় নেই। রোজ কোনও না কোনও সারপ্রাইজ টেস্ট। কামাই দিলেই বিপদ। আর বৃষ্টিতে জলে, কাদায় ইউনিফর্মের দফারফা, ঠান্ডা লেগে শরীর বেহাল। দু'সেট ইউনিফর্মেও এখন চাপ। একটা কাচলে সেটা দু'-তিনদিনেও শুকোচ্ছে না। কাদার দাগ সহজে যাচ্ছে না, মোজার তো আরও দুর্দশা। সামাল দেওয়া দায়।

জামাকাপড়ে কাদার দাগ

প্রথমেই জামা বা মোজা জলে ধোবেন না। এতে ময়লা, কাদা আরও গভীরভাবে বসে যেতে পারে। আগে শুকিয়ে নিন। এরপর দেখবেন জামায় লেগে থাকা কাদা বা ময়লা সহজে ঝরে যাবে। ভাল করে পরিষ্কার করে এরপর জামার ওই অংশে ডিটারজেন্ট লাগিয়ে একটু ঘষে নিয়ে রেখে দিন দশ মিনিট। দাগ তোলার উপাদান ব্যবহার করতে পারেন তবে তা ডিটারজেন্টের সঙ্গে দেবেন। এবার একটা বালতিতে হালকা গরম জল নিয়ে ওর মধ্যে দু'ছিপি ভিনিগার দিয়ে গুলে ওই জামা ভিজিয়ে আরও পনেরো মিনিট রেখে ঘষে তুলুন, দেখবেন ঝকঝকে হয়ে গেছে। বর্ষায় চেষ্টা করুন জামা-কাপড় খুব ভাল করে নিংড়ে তারপর কোথাও ঝুলিয়ে রেখে দিতে যাতে পুরো জলটা ঝরে যায়। ওয়াশিং মেশিন হলে স্পিনে দিয়ে জল বের করে দিন, এবার শুকতে দিন। এই পদ্ধতিতে বর্ষাকালে সব জামাকাপড়ই কাচা যেতে পারে। জামা যত শুকনো হবে তত গন্ধ কম হবে।

জুতোর হাল বেহাল

▶ স্কুলের জুতো হোক বা অফিসের বা রোজকার পরার, বর্ষায় জুতোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়, সেই সঙ্গে পায়ের অবস্থাও। এই সময় সবার আগে চামড়ার চটি বা জুতো সরিয়ে দিন। বর্ষায় জুতোয় সাদা সাদা একধরনের ছোপ পড়ে, বিশেষত চামড়ার জুতোয়। তাই বুট হোক বা স্যান্ডেল, খবরের কাগজ রোল করে জুতোর ভিতরে ঢুকিয়ে বাক্সে করে রেখে দিন। এতে বর্ষার ভিজে আবহাওয়াতে জুতো ভাল থাকবে।

▶ এই সময় পিভিসি প্লাস্টিক, ক্যানভাস, জল ধরে না এমন সিন্থেটিক মেটিরিয়ালের জুতোই ভাল। এখন দামি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির রেপ্লিকা পাওয়া যায়। ক্রকস, স্লাইডার, স্লিপার, স্যান্ডেল ধরনের জুতো বাড়ির সবাই পরলে গৃহিণীর পরিশ্রম কমবে। কারণ এগুলো জলের তলায় রাখলেই সব কাদা-জল ধুয়ে যায়। নচেৎ চামড়ার জুতো টিকিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার।

▶ স্কুলের জুতো পিভিসি মেটিরিয়ালের হওয়া সম্ভব নয় তাই ছোট্ট সোনা স্কুল থেকে ফিরলে আগে জুতোর জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নিন। তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে কাগজ ঢুকিয়ে রেখে দিন। একটু যে কোনও স্প্রে করে দিন এতে দুর্গন্ধ হবে না। যদি দুটো জুতোর অপশন না থাকে তাহলে ভেজা জুতো হালকা ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিতে পারেন।

মশলাপাতি ভাল রাখতে

▶ বর্ষাকালে গৃহিণীদের সবচেয়ে কষ্ট মশলাপাতি নিয়ে। হয় সেঁতিয়ে যায়, না হয় গুমোগন্ধ বা ছাতা পড়ে যায়, বিশেষ করে স্টোর করে রেখেছেন যেগুলো। এই আবহাওয়াতে রান্নাঘরে জানলার সামনে কিংবা সরাসরি গ্যাসের সামনে মশলার কৌটো ফেলে রাখবেন না। তাপ আর আর্দ্রতার মিশেলে মশলা খারাপ হয়ে যায়। কোনও আলমারিতে ঠান্ডা জায়গায় রাখুন।

▶ কাঠের বাক্স হলে সবচেয়ে ভাল। এতে মশলাপাতি মিইয়ে যাবে না। বর্ষায় ডালে পোকা ধরে যায়। তাই ডালের কৌটোয় শুকনো লঙ্কা দিয়ে রাখুন। চিনির কৌটোয় পিঁপড়ে ধরার প্রবণতা এই সময় বেশি, চিনির কৌটোয় সাত থেকে আটটা লবঙ্গ ফেলে রাখুন।

▶ বর্ষার বড় সমস্যা নুনের কৌটো নিয়ে পড়তে হয়। নুন আর নুন থাকে না জল হয়ে যায়, ভিজেভাব থাকে। এক্ষেত্রে নুনের কৌটোয় শুকনো চাল বেশ কয়েকটা ফেলে রাখুন এতে ওই চাল আর্দ্রতা শুষে নেবে। আর নুন সবসময় কাচের পাত্রেই রাখুন।

বর্ষার পুষ্টি

▶ এমন আবহাওয়ায় লড়াই করার শক্তির জোগানদার হল পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া। রোগ প্রতিরোধ শক্তি যত বাড়বে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে না। রোজ পাতে রাখুন ভিটামিন সি যুক্ত একটা করে ফল। যেমন লেবু, পেঁপে নিয়মিত দিন।

▶ প্রোটিন এবং প্রোবায়োটিক ফুড বর্ষায় শরীর সুস্থ রাখার অন্যতম দাওয়াই। টকদই খান ঘরে পাতা। স্যুপ বা স্ট্যু খান যেমন ভেজিটেবল, চিকেন বা মাটন স্যুপ বা পালংশাকের স্যুপ দিন গরমাগরম।

▶ এই সময়ে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি৬ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খান। ডিম, পনির, স্প্রাউট, বাদাম রাখুন খাদ্যতালিকায়।

শাকপাতা দেখে খান

▶ বর্ষায় রোগের ঝুঁকি কমাতে শাকপাতা মাস্ট। কিন্তু জলে কাদায় বৃষ্টিতে এই সময় ব্যাকটেরিয়ার জীবাণুরা মনের সুখে শাকপাতায় বংশ বিস্তার করে তাই খুব সতর্ক থাকা জরুরি। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
30 August, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

বর্ষার বারোমাস্যা

(১৭ পাতার পর)

শাক-পাতা খাওয়ার আগে কেটে নুন জলে ডুবিয়ে রাখুন অন্তত পনেরো মিনিট।

▶ রান্নার আগে খানিকক্ষণ বরফ জলেও ডুবিয়ে রাখতে পারেন এতেও একই কাজ হবে। বরফ জলে রাখলে শাকের রং একইরকম থাকবে।

▶ এ-ছাড়া পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলে ওই মিশ্রণে দশ মিনিট শাকগুলো ডুবিয়ে রেখে দিন।

▶ রান্নার আগে আরও একবার গরম জলে ধুয়ে নিন জলটা ভাল করে ঝরিয়ে নিন। এতে বিষাক্ত যা কিছু বেরিয়ে যাবে। খুব ভাল করে সুসিদ্ধ যাতে হয় দেখে নেবেন। কাঁচা বা আধসেদ্ধ যেন না থাকে।

▶ অনেকেই খোসা সমেত শসা, টম্যাটো ও আরও অন্যান্য সবজি খান, এখন তা করবেন না। লেটুস, সেলেরি যেগুলো কাঁচা খায়, আপাতত বাদ দিন।

বর্ষায় মেঝের যত্ন

▶ প্রবল বর্ষায় বাড়ির হাল খারাপ হবেই। বিশেষ করে মেঝে। মেঝে ঘরের কোনা, রান্নাঘর, খাবারঘর সর্বত্র কেঁচো কেন্নো, তেলাপোকা, মশা, মাছি, পিঁপড়ের দল সারি সারি। তাদের মোচ্ছব আর গৃহিণীর হয়রানি। এই সমস্যা কমাতে ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস খেলতে দিন। পরিষ্কার এবং শুকনো রাখুন যতটা সম্ভব। ডিসইনফেকটিভ ক্লিনার দিয়ে দিনে দুবার গোটা বাড়ি মুছে নিলে ভাল। তবে পোকামাকড় পিঁপড়ের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী কেরোসিন তেল। দিনে একবার মুছলেই পোকামাকড় সব গায়েব। যদি আধুনিক ফ্লোরিংয়ের জন্য কেরোসিন উপযুক্ত না হয় তবে নিমতেল জলে গুলে স্প্রে করুন মেঝেতে, ভিনিগার জলে গুলেও স্প্রে করতে পারেন। জলে কর্পূর ফেলেও মুছতে পারেন। বেসিনের পাইপ দিয়েও পোকা আসতে পারে তাই সবসময় নলের মুখ পরিষ্কার রাখুন। একটা ন্যাপথলিন দিয়ে রাখুন বেসিনের জল বেরনোর মুখে।

বর্ষার রোগব্যাধি

স্কুল-কলেজ হোক বা অফিস, কোর্টকাছারি— বর্ষা মানেই গলা খুশখুশ, সর্দিগরমি, জ্বরজারি। এমন এক ভাইরাল যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে সবসময় যাওয়াও যায় না। জ্বর আছে অথচ নেই, গলাব্যথা, খুশখুশে কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া।

সংক্রামক তাই বাড়ির কচি থেকে বুড়ো— সবার মধ্যেই নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। এমন দুর্ভোগে কখনও-কখনও পড়ে যান গৃহিণীরাও। তাঁদের ভাইরাল সংক্রমণ হলে আরও বিপদ। তাই সতর্ক হোন।

হঠাৎ গলা-খুশখুশ এবং ব্যথা

সসপ্যানে এক গ্লাস জল নিয়ে ওর মধ্যে দারুচিনি এক থেকে দুটো বড় টুকরো, লবঙ্গ ছটা, এলাচ ছ'টা, আদা একটুকরো আর মধু একচামচ দিয়ে বেশ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ছেঁকে ওই জল গলা ব্যথা বা খুশখুশানিতে দিনে অন্তত এক কাপ করে খান বা অসুস্থ প্রিয়জনকে দিন। এছাড়া একটা পাত্রে আদা, কাঁচাহলুদ, গোলমরিচ, তেজপাতা, লবঙ্গ আর মেথি একসঙ্গে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এবার ছেঁকে ঠান্ডা করে অর্ধেক পাতিলেবুর রস মিশিয়ে চায়ের মতো দিন দু'বার। যষ্টিমধুকে টুকরো টুকরো করে চুষতে দিন এতে গলাব্যথা, ধরা সব ছেড়ে যাবে।

যাতে হঠাৎ ঠান্ডা না লাগে

এই সময় বাড়ির ছোট্টটিকে একটা কফি মগে হালকা গরম দুধে দু চিমটে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে রোজ দিতে ভুলবেন না যেন। সকালে স্কুল যাবার আগে একবার দিলেই দেখবেন অনেকটা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বেড়েছে।

জ্বর-জ্বর ভাব

এই সময় জ্বর-জ্বর ভাবটাই স্বাভাবিক। এককাপ গরম জলে, এক চা চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস দিয়ে ওই জল দিনে একবার দিন। আর সাত থেকে আটটা তুলসীপাতা জলে ফুটিয়ে ওর মধ্যে এক চা চামচ মধু দিয়ে ওই জল বিকেলে একবার দিন। কারণ মধুতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা শরীরের ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। তুলসীতে রয়েছে ইউজেনল যা ব্যাকটেরিয়াল এবং ভাইরাল সংক্রমণে দারুণ মোকাবিলা করে। লেবুতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন-সি যা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়, ইনফেকশনের বিরুদ্ধে লড়তে সহায়তা করে।

সর্দি-হাঁচি-কাশি

গলা খুশখুশ থেকে শুরু হয়ে যায় কাশি। একবারেই সময় নেয় না। তাই এই সময় রোজ ছটা থেকে আটটা গোটা গোলমরিচ থেঁতো করে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে খান বা খাওয়ান। দিনে দু' থেকে তিনবার খেলেই অনেকটা উপশম হবে।

এছাড়া রাতে আটটা বাদাম ভিজিয়ে রাখুন সকালে খোসা ছাড়িয়ে পিষে নিন। ওর মধ্যে মাখন ও চিনি দিয়ে আরও মিহি পেস্ট করে বাড়ির বয়স্ক থেকে বাচ্চা যাকেই দিন কাশির উপশম হবে চট করে।

যদি খুব হাঁচি হয় তবে গরম জলের ভাপ বা স্টিম ইনহেল করুন যতটা বেশিবার সম্ভব এতেও ভাল কাজ হবে।

পেটে ব্যথা ও পেট ফাঁপা

বর্ষাকালে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা ডায়েরিয়া লেগেই থাকে। যদি বাড়ির সদস্য এমন সমস্যায় পড়ে, চট করে এক চামচ জোয়ান সরাসরি মুখে দিয়ে দিন কিংবা সমপরিমাণ জোয়ান এবং এক চিমটে বিট নুন একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে খাইয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী হরীতকী, শুঁঠ, জোয়ান এই ভেষজগুলো সমান মাত্রায় গুঁড়ো করে ৩ গ্রাম করে দু'বার গরম জল দিয়ে খাওয়ালে উপকার মিলবে এতে পেট ফাঁপা, বমি বা বমি-বমি ভাব থাকলেও দূর হবে।

ঠান্ডা লেগে কানব্যথা

বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকলে বর্ষাকালে কানে ব্যথা খুব চেনা সমস্যা। এক্ষেত্রে দু'চামচ তিল তেলের মধ্যে এক চামচ থেঁতো করা রসুন দিয়ে ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে দুই থেকে তিন ফোঁটা হালকা ভাবে কানে ঢালুন। সঙ্গে দু'বার থেকে তিনবার গরম সেঁক দিয়ে দিন আরাম লাগবে।

মাথাব্যথা

বর্ষার আবহাওয়ার তারতম্যে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে আর এই সমস্যা সবচেয়ে হয় গৃহিণীদের কারণ, একে তো আবহাওয়ার তারতম্য সেই সঙ্গে নিজের প্রতি অবহেলায় শরীরে জলের ঘাটতি। এই পরিস্থিতিতে ডিহাইড্রেশন কে রুখবে। এটাই মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে যায়। আবহাওয়ার এই তারতম্যে সাইনাস, মাইগ্রেন দুই বাড়ে এক্ষেত্রে নাকের মধ্যে পরিশুদ্ধ সরষের তেল বা তিল তেল একফোঁটা করে দিনে দুবার দিন। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান। দিনে তিন লিটার। সেই সঙ্গে জলজাতীয় তরল পানীয় খান, জল রয়েছে এমন ফল খান, এতে মাথাব্যথা উপশম হবে।

বয়স্ক সদস্যের নিউমোনিয়ার লক্ষণ

এই সময় সর্দি-কাশি, জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়াও ধরে যেতে পারে বিশেষ করে বাড়ির বয়স্কদের। তাই সতর্কতা জরুরি। যদি আগে থাকতেই সচেতন হন বিপদ এড়ানো সম্ভব। বয়স্কদের নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন দিয়ে নেবেন অবশ্যই। তেজপাতা, শুকনো আদা আর এলাচ থেঁতো করে দিনে তিনবার করে খাওয়ান। এতে সমস্যা বেশিদূর গড়াবে না, তার আগেই রোধ করা যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

30 August, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৩০ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

বাই বাই বর্ষা-ত্বকের সমস্যা

যতই কবিতায়, সুরে, গানে আকাশ জুড়ে বর্ষার অনির্বচনীয় রূপ মূর্ত হয়ে উঠুক। ভুবনজোড়া বর্ষার খ্যাতি যতই অপরূপ ভাষায় লেখা থাক, ঘ্যানঘ্যানে নাছোড় বর্ষা কিন্তু অনেক সময় আমাদের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। কারণ এই ঋতুতে ত্বক, চুল নিয়ে হতে হয় জেরবার। কীভাবে করবেন এই সমস্যার সমাধান লিখলেন

তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে সামনের রাস্তার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করল রাইয়ের। কী অবস্থা! মনে হচ্ছে যেন অফিসের সামনে একটা নদী বইছে!

এ বছর মারাত্মক বৃষ্টি। সেই জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হয়েছে। বর্ষাকাল রাইয়ের ভীষণ প্রিয় হলেও এবছরের নাছোড় বর্ষা কোথায় যেন একটু বিরক্তির উদ্রেক করছে।

এখনও আকাশভেঙে বৃষ্টি চলছে। এই বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি-কাশি-জ্বর অনিবার্য। ড্রেন আর রাস্তার জল এক হয়ে গিয়ে বীভৎস অবস্থা।

ওই জলে পা দেওয়া মানেই ত্বকের সংক্রমণ। তার মধ্যে মুখটা ভীষণ ডাল হয়ে আছে কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কিছু করারও নেই।

এই ঝমঝম বৃষ্টি দেখেই অফিসের আটতলা থেকে রবি ঠাকুরের গান টিফিনের সময় গুনগুন করছিল রাই।

এখন সেইসব গান অবশ্য মাথায় উঠেছে। বাড়ি ফিরবে কী করে আর নোংরা জল থেকে বাঁচবেই বা কীভাবে এটা ভেবেই দিশাহারা রাই।

আসলে কবি-শিল্পীদের কল্পনায় বর্ষা যতই সুন্দর হোক, যাঁরা এই ঋতুতে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এর মোকাবিলা করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। বর্ষার একটা অসম্ভবের গল্পও রয়েছে। বাড়িতে যাঁরা থাকেন এবং বাইরে বেরন, দু'তরফেরই উনিশ-বিশ সমস্যা একধরনেরই। চুল ধুলে শুকোয় না, মুখ-চোখের বেহাল অবস্থা এই সময় কারও ত্বক খুব ড্রাই তো কারও ত্বক হয়ে যায় খুব তৈলাক্ত। আবার ত্বকের সংক্রমণ বর্ষার আমঘটনা। হাজা, ছুলি, অ্যালার্জিক ফুসকুড়ি, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, খুশকি ইত্যাদি। এর চাই স্থায়ী সমাধান।

বর্ষার ত্বকের সমস্যা

বর্ষায় ত্বকের খারাপ দশায় কমবেশি সবাই ভোগেন। তাই এই মরশুমে ত্বকের চাই বাড়তি যত্ন কারণ বাতাসে হিউমিডিটি বা আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে ত্বক সারাক্ষণ তেলতেলে চিটচিটে হয়ে থাকে। অস্বস্তিও সেই জন্য বাড়ে। তাহলে কী করবেন!

ত্বকচর্চার তিন ধাপ

সারাবছরের মতোই বর্ষায় ত্বক ভাল রাখার দাওয়াই হল ক্লেনজিং, টোনিং, স্ক্রাবিং বা এক্সফলিয়েশন এবং ময়েশ্চারাইজিং। এই সময় দিনে তিন থেকে চারবার মুখ ধোন। এতে ঘাম কম হবে, তেল নিঃসরণ কমবে।

ত্বক পরিষ্কার রাখা বা ক্লেনজিং

বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে বলে ত্বক তেলতেলে হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন অন্তত দু'বার ঘরোয়া কোনও উপাদান যেমন শুধু দুধ বা দুধ-বেসন বা দুধ-ময়দা অথবা বাজারচলতি ভাল কোনও মাইল্ড লিকুইড ক্লেনজার বা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত যাতে ত্বকের ভেতরে থাকা ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়।

টোনিং

ক্লেনজিং-এর পরের ধাপই হল টোনিং। টোনার মুখ টানটান করে। দূষণ রোধ করে। মুখ পরিষ্কারের পর একটি কটন প্যাডে টোনার নিয়ে ত্বকে থুপে থুপে লাগান। মুখেই শুকিয়ে যাবে টোনার। শসার রস, কমলালেবুর রস, টমেটোর রস এগুলো হল প্রাকৃতিক টোনার। জল দিয়ে রস সামান্য, পাতলা করে নিন। এ-ছাড়া শসা গ্রেট করে সেটাকে ফ্রিজারে বরফ কিউবের মধ্যে রেখে দিন। বরফ হয়ে গেলে সেটা একটা নরম কাপড়ে জড়িয়ে মুখে ঘষে নিন।

এক্সফলিয়েশন

মুখ বা শরীরের ত্বকের মৃতকোষ তুলে দিতে স্ক্রাবিং বা এক্সফলিয়েশন জরুরি। সপ্তাহে এক থেকে দু'দিন যথেষ্ট স্ক্রাবিং-এর জন্য। পাকা কলা আর মোটা দানার চিনি নিয়ে একসঙ্গে চটকে মুখে আলতো হাতে ম্যাসাজ করুন। পাঁচ মিনিট পরে খানিক্ষণ স্ক্রাব মুখে রেখে ধুয়ে ফেলুন। চালের গুঁড়োও খুব ভাল স্ক্রাবার।

ময়েশ্চারাইজিং

শুষ্ক হোক বা তেলতেলে, ময়েশ্চারাইজার মাস্ট। কারণ ময়েশ্চারাইজার ত্বকের আর্দ্রতাকে ত্বকেই লক করে দেয়। তৈলাক্ত ত্বকে ছাড়া হালকা ওয়াটার বেসড বা জেল ময়েশ্চারাইজার দিন। শুষ্ক ত্বকে একটু ক্রিম ময়েশ্চারাইজার ভাল। বর্ষার ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখতে ময়েশ্চারাইজার অত্যন্ত প্রয়োজন।

সানস্ক্রিন

বর্ষার দিনে রোদ নেই, মেঘলা মানেই সানস্ক্রিন দরকার নেই এই ধারণা ভুল। মেঘলা আকাশেও ইউভি রশ্মির প্রভাব পড়ে যা ত্বকের ক্ষতি করে। তাই ঘরে এবং বাইরে দু'জায়গাতেই সানস্ক্রিন ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। বেরনোর অন্তত আধঘণ্টা আগে সানস্ক্রিন মুখে লাগাতে হবে তবেই তা কাজ করবে। এসপিএফ ৩০ আমাদের দেশের ত্বকের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করুন। এখন পাউডার সানস্ক্রিনও রয়েছে।

ফেসপ্যাক

অতিরিক্ত তেল শোষণ করার জন্য মুলতানি মাটি রয়েছে এমন মাস্ক বা ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। চারকোল প্যাক ব্যবহার করতে পারেন তবে সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলুন চারকোল প্যাক।

মুলতানি মাটি ও গোলাপজল

মুলতানি মাটি ত্বকের জন্য খুব ভাল। এটি ত্বককে যেমন ঠান্ডা রাখে তেমনই অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়, ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। মুলতানি মাটি এবং গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে প্যাক লাগান সপ্তাহে দু'দিন। পনেরো মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

বেসন, হলুদ ও মধুর প্যাক

দু'চামচ বেসন, এক চামচ হলুদ, এক চামচ মধু নিয়ে অল্প জলের সঙ্গে গুলে ঘন একটা প্যাক তৈরি করুন। মুখে, হাতে, গলায় লাগিয়ে পনেরো মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

মধু, অ্যালোভেরা ও চন্দনের প্যাক

একই ভাবে অ্যালোভেরা জেল এবং গুঁড়োচন্দন এবং মধু নিন, প্যাক তৈরি করে লাগান। এই প্যাকে ত্বকের কালো দাগ, ছোপ, ঘাড়ে পিঠের কালো প্যাচ দূর হবে।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
30 August, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাই বাই বর্ষা-ত্বকের সমস্যা

(১৯ পাতার পর)

চালের গুঁড়ো আর লেবু

চালের গুঁড়ো দু'চামচ, লেবুর রস অর্ধেক আর গোলাপজল এক বড় চামচ নিয়ে পেস্ট করে প্যাক তৈরি করুন। এই প্যাক ত্বক উজ্জ্বল করতে অনবদ্য, সেই সঙ্গে বর্ষার ডালনেস কমায়, দাগছোপ হালকা করে। প্যাক তোলার সময় হালকা হাতে ঘষে তুললে স্ক্রাবিং-এরও কাজ করবে এই প্যাক।

ব্রণ

যেহেতু বর্ষায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে যায় তাই মুখ সবসময় তেলতেলে হয়ে থাকে, ঘাম বেড়ে যায়। আর মুখে ঘাম এবং ধুলোময়লা জমে রোমকূপ বন্ধ হয়ে যায় এর ফলে পোরস ক্লগ হয়ে ব্রণ হয়।

মুখ দু-তিনবার ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যালকালাইন ওয়াশ ব্রণযুক্ত ত্বকে জরুরি। ক্ষারযুক্ত সাবান মুখে মাখুন সপ্তাহে একদিন।

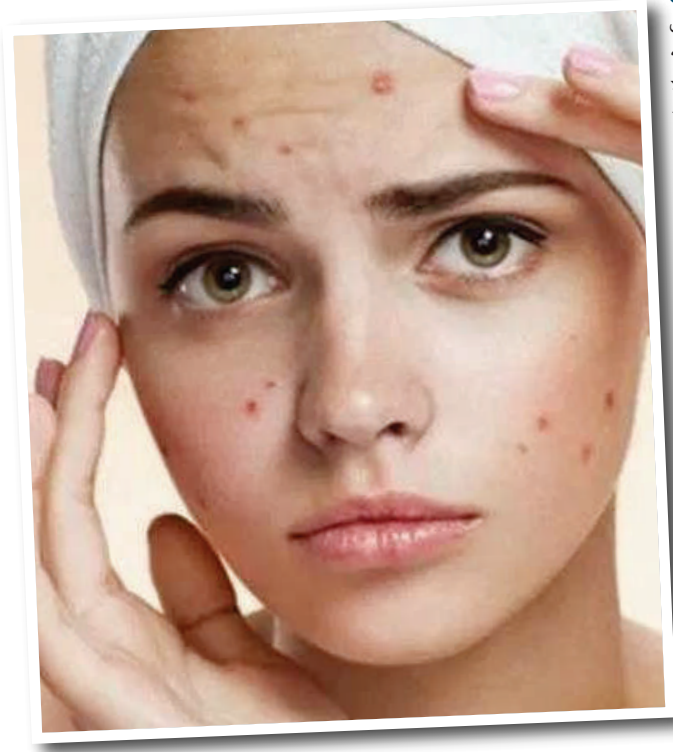

ব্রণর প্যাক

▶ আপেল সিডার ভিনিগার একটু পাতলা করে তুলোর সাহায্যে ব্রণের উপর লাগালে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করবে। অ্যালোভেরা জেল লাগাতে পারেন এতে স্যালিসিলিক অ্যাসিড ও সালফার থাকে যা ব্রণ নিরাময়ে সাহায্য করে।

▶ ছোলার ছাতু দু-চামচ, টকদই এক চামচ ও দু চিমটে হলুদ মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে লাগিয়ে নিন। পনেরো মিনিট পরে ধুয়ে ফেলুন।

বর্ষায় ত্বকের সংক্রমণ

বর্ষাকালে আর্দ্র পরিবেশে ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে এর ফলে দাদ, হাজা, খোস, পাঁচড়া থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য ত্বকের সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ

নোংরা জল ও দূষিত পরিবেশ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণ হতে পারে। এর ফলে ত্বকে জ্বালা ও ফুসকুড়ি হয়। এছাড়া অতিরিক্ত আর্দ্রতা, ঘাম ও দূষিত বৃষ্টির জল ত্বকে অ্যালার্জিক ফুসকুড়ি এবং চুলকানিও হয়।

প্রতিরোধ

এই সময় যতটা সম্ভব শরীর এবং পা শুকনো রাখুন। যাঁরা ওয়ার্কিং, সঙ্গে একটা অতিরিক্ত জামা রাখুন। ভিজে গেলে বদলে নিন। এক্ষেত্রে হলুদ, লেবু আর মধুর প্যাক খুব কার্যকরী হবে। এই প্যাক সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। নিম আর অ্যালোভেরা জেলের প্যাকও লাগাতে পারেন এতে যে কোনও সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবেন।

বর্ষাকালে পায়ের যত্ন

▶ বর্ষাকালে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় পায়ের। বৃষ্টিতে পা ভিজে থাকলে বাড়ি ফিরে পা শুকনো করে সুগন্ধি ওয়াইপ দিয়ে পা পরিষ্কার করলে তাতেও দুর্গন্ধ এড়ানো সম্ভব। প্রতিদিন সাবান ও জল দিয়ে পা ভালভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। পা পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। পা ঘামলে আর্দ্রতা বাড়তে পারে, তাই পা শুকনো রাখা খুব জরুরি।

▶ বর্ষাকালে পায়ের বড় সমস্যা হল দুর্গন্ধ। দীর্ঘ সময় অফিসে কাজ করাকালীন জুতো-মোজা পরে থাকার দরুন এটা হয়ে থাকে।

▶ পায়ের দুর্গন্ধ দূর করতে ভিনিগার বা নুনের উষ্ণ গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এটা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কমাতে সাহায্য করে।

▶ টি ব্যাগ বা বেকিং সোডা জুতোর ভিতরে রাখলে দুর্গন্ধ এড়ানো সম্ভব। বেকিং সোডা গন্ধ শোষণ করে এবং জুতো সতেজ করে তোলে।

▶ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে জুতো খুলে পায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাওয়া লাগাতে হবে। জুতোগুলো এমন জায়গায় রাখুন যেন জুতোর ভেতরে পর্যাপ্ত হাওয়া ঢুকতে পারে।

▶ সুতির মোজা পরুন এবং প্রতিদিন মোজা বদলান। আগের দিনের ব্যবহৃত মোজা ডিটারজেন্ট দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

▶ জুতোর মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল পাউডার দেওয়া যেতে পারে। ট্যালকম পাউডার, বোরিক অ্যাসিড বা দুর্গন্ধনাশক ব্যবহার করলে জুতোর সঙ্গে পায়ের দুর্গন্ধ কমবে।

▶ সুতির মোজা ব্যবহার এবং মোজা নিয়মিত পরিবর্তন করতে হবে। জুতো বাতাসে শুকিয়ে তবেই পরতে হবে।

বর্ষায় চুলের সমস্যা

বর্ষাকাল মানেই বড় দুশ্চিন্তা হল চুল-পড়া। এমন কেউ নেই বর্ষায় যাঁর চুল ঝরে না। সেই সঙ্গে চুলের দুর্গন্ধ, জেল্লাহীন হয়ে যাওয়া, খুশকি— এগুলো তো আছেই। যতই শ্যাম্পু করুন না কেন, চুল যেন মৃতপ্রায়।

চুল-পড়া রোধে

▶ সপ্তাহে তিনদিন শ্যাম্পু করুন। শ্যাম্পু করার সময় একটু জল দিয়ে পাতলা করে নেবেন। সরাসরি ঘন শ্যাম্পু দেবেন না। দু'বার শ্যাম্পু দিন এবং প্রচুর জলে চুল ধুয়ে নিন। এরপর হেয়ার ফল মাস্ক ব্যবহার করুন। চুলের গোড়ার একটু নিচ থেকে আগা পর্যন্ত। দশ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। জোরে ঘষে মুছবেন না। আলতোভাবে চুল মুছে হেয়ার সিরাম লাগিয়ে নিন। গোড়ায় একেবারেই দেবেন না, শুধু চুলের লেন্থে। ভিজে চুল ছেড়ে দিন আঁচড়াবেন না।

▶ চুল-পড়া আটকাতে মেথি খুব ভাল কাজ করে। এর মধ্যে থাকা প্রোটিন এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড চুলের গোড়া মজবুত করে চুল উজ্জ্বল এবং লম্বা করতে সাহায্য করে। মেথি-দানা গুঁড়ো করে নিন, নারকেল তেল গরম করে নিয়ে ওই মেথির গুঁড়োর সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে রাতে ঘুমোনোর আগে ভাল করে মাথায় মালিশ করুন। সকালে উঠে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে তিনদিন এই মিশ্রণ মাথায় লাগালেই চুল-পড়া অনেক কমবে।

▶ আমলকী চুলের জন্য দারুণ কার্যকরী। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি, অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটারি উপাদান, যা চুল-পড়া বন্ধ করতে দারুণ কাজ করে। এককাপ নারকেল তেলের মধ্যে চার-পাঁচটি শুকনো আমলকী দিয়ে ফুটিয়ে নিন তেল কালো হওয়া পর্যন্ত, এরপর নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন তারপর মাথায় ম্যাসাজ করুন। ৩০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে দু'বার করলে ভাল ফল পাবেন।

চুলের খুশকি

▶ খুশকি একটি ছত্রাকঘটিত সমস্যা। এই সমস্যা বর্ষায় বাড়ে। টক দই ও লেবুর প্যাক মাথার ত্বকে আর্দ্রতা জোগায় এবং খুশকি কমায়। কারণ লেবুতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড যা অ্যান্টিফাংগাল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল। এটি খুশকির মূল ছত্রাকের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর দইয়ে রয়েছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, যা ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং মাথার ত্বক হাইড্রেটেড রাখে। এই প্যাক স্ক্যাল্পে অন্য সংক্রমণও কমাতে সাহায্য করে।

চুলের দুর্গন্ধে

▶ বর্ষাকালে চুলের দুর্গন্ধ দূর করতে তুলসীর জল খুব কার্যকরী। কারণ তুলসীর জলের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে। দশ-বারোটা তুলসীপাতা নিয়ে জলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ওই জল মাথায় দিন। এতে চুলের দুর্গন্ধ দূর হবে।

▶ চুলের দুর্গন্ধ দূর করতে বেকিং সোডাও খুব কার্যকরী উপায়। একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে এক-টেবিল চামচ বেকিং সোডা দিন। ভাল করে গুলে তারপর সেই জল দিয়ে চুল পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে তিনদিন করুন, ভাল ফল পাবেন।